দারসে কোরআন সিরিজ-১১

পর্দার গুরুত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

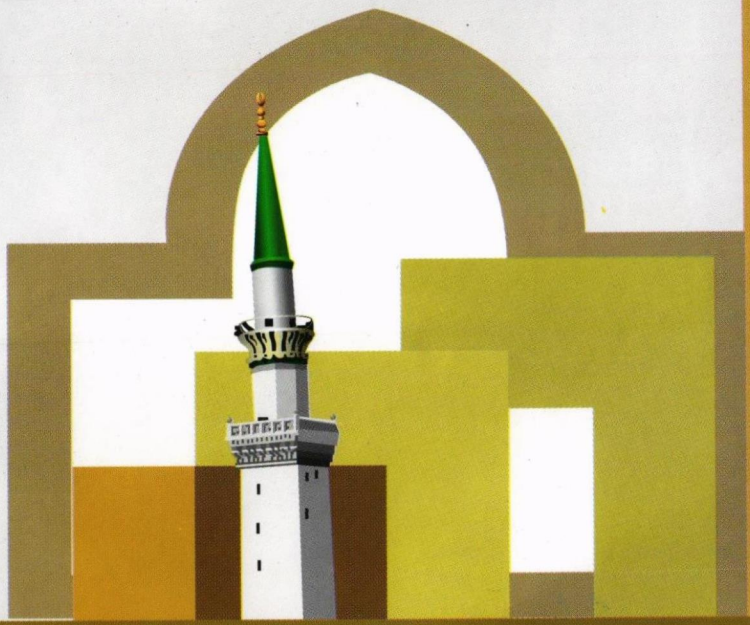

দারসে কুরআন সিরিজ-১১

পর্দার গুরুত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

পর্দার গুরুত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৮ ইং
ত্রিশতম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৫০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

০১. পর্দার গুরুত্ব ০৫
০২. আরবীয় জাহেলিয়াতে নারীদের অবস্থা ০৯
০৩. ভারতীয় জাহেলিয়াত ১০
০৪. গ্রীক জাহেলিয়াতে নারীর অবস্থা ১৩
০৫. মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিস্টানী জাহেলিয়াত ১৪
০৬. রোমান জাহেলিয়াত ১৫
০৭. সমাজতান্ত্রিক জাহেলিয়াত ১৬
০৮. নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭
০৯. পর্দার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি ২৪
১০. পর্দার বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি ২৫
১১. জেনার শ্রেণীবিভাগ ২৭
১২. চোখ হচ্ছে পাপের গুপ্তচর ২৮
১৩. হঠাৎ বেপর্দা হওয়া/পর্দাপ্রথা কি সমাজ বিরোধী ২৯
১৪. সহশিক্ষায় যা ঘটে ৩১
১৫. বেপর্দার অনিবার্য পরিণতি ৩২
১৬. পর্দাহীনতার প্রত্যক্ষ কুফল ৩৫
১৭. বেপর্দার আরও কিছু কুফল ৪০
১৮. পর্দার মূল লক্ষ্য ৪১
১৯. জেনার শাস্তির নির্দেশ ৪৩
২০. শরয়ী পর্দা (গায়ের মুহরিম পুরুষ)/নিকটতম মুহরিম পুরুষ ৪৭
২১. মহিলাকে বিয়ে করা হারাম ৪৮
২২. বিয়ের বেলায় কুফু ৪৯
২৩. পর্দা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা/ছোটদের পর্দা ৫০
২৪. সহ-শিক্ষা ৫১
২৫. পর্দার শরয়ী নির্দেশ/ ডাক্তারের সঙ্গে পর্দা ৫২
২৬. ফেরিওয়ালাদের নিকট থেকে কেনাকাটা করা ৫৩
২৭. যাদের থেকে পর্দা না করলেও চলে ৫৪
২৮. যে বেপর্দা আল্লাহ মাফ করবেন ৫৫
২৯. গৃহশিক্ষক থেকে পর্দা/ধর্মাত্মীয় ৫৬
৩০. নারীদের মসজিদে নামায আদায় ৫৭
৩১. নারীদের কেটে ফেলা চুল অন্য পুরুষের দেখা ৫৮
৩২. মেয়েদের সঙ্গে সালাম আদান-প্রদান ৫৮
৩৩. নারীদের ইলম্ শিক্ষা ৫৯
৩৪. মেয়েদের শিক্ষাকালীন পর্দা ৬২
৩৫. রান্না ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৬৩
৩৬. সন্তান লালন-পালন ৬৪

www.pathagar.com

বিদ্যুতের মধ্যে 'পজেটিভ' ও 'নেগেটিভ' নামক নারী ও পুরুষ রয়েছে। এগুলোকে রাবারের পর্দা দিয়ে একের থেকে অপরকে আলাদা করে রাখা হয়। এ দুইয়ের যথাস্থানে মিলন হলেই গড়ে ওঠে সুন্দর সৃষ্টি, জ্বলে বাতি, ঘোরে পাখা, চলে কলকারখানা আরও কত কি! পর্দা ছিঁড়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত স্থানে এ দুয়ের মিলন হলেই বিস্ফোরণ হয়–বিপর্যয় ঘটে।

নর ও নারীর 'কাম' নামক যে বিদ্যুৎ রয়েছে তা জলবিদ্যুৎ কিংবা তাপবিদ্যুতের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। পর্দা সরে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এ দুইয়ের মিলন হলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়–ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে। এ বিপর্যয়ের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র সমাজে, ধ্বংস করে গোটা জাতিকে।

✪ ✪ ✪

একজন চরিত্রহীন লম্পট পুরুষও একজন চরিত্রহীনা নারীকে সাময়িক সঙ্গলাভের প্রয়োজনে পছন্দ করে বটে, কিন্তু সারাজীবনের সাথী নিজের 'স্ত্রী' হিসেবে পছন্দ করে না।

✪ ✪ ✪

যে বস্তু বেশি লোভনীয় তা সংরক্ষিত স্থানে রাখা অতীব জরুরি। আম, জাম, কলা, লিচু, কাঁঠাল, আপেল,কমলা ইত্যাদি লোভনীয় ফলগুলো খোসার আচ্ছাদন ফেলে দিয়ে কিংবা রসগোল্লাকে উদোম করে পথের পাশে ফেলে রাখলে এগুলোর আকর্ষণ ও আভিজাত্য উভয়ই কমে যায়। রুচিবান খদ্দেরের কাছে ওগুলোর কোনো মূল্য থাকে না। তেমনি পর্দাহীনা নারীদেরও আকর্ষণ ও আভিজাত্য কমে যায়। যেকোনো রুচিবান লোক তাদের থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

পর্দার গুরুত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۔ وَاذْكُرْنَ مَايُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا * اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا * وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ اِذَاقَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا *

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ ৩৩. তোমরা (নারী জাতি) প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করো। আগেকার জাহেলী যুগের মতো সাজগোজ করে লোকদের দেখিয়ে বেড়িও না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ চান যে তোমাদের নবীর ঘরের লোকদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দিবেন (এখানে নবীর ঘর বলে একথা বুঝানো হয়নি যে, শুধু নবীর ঘরের নারীরাই পর্দা করবে। এর মূল ভাবার্থ হচ্ছে, নবীর প্রচারিত ইসলামের ছাওতায় যারা আসবে তাদের প্রত্যেকের প্রতি একই নির্দেশ কার্যকর হবে)। ৩৪. স্মরণ রেখো আল্লাহর সেইসব আয়াত ও হেকমতপূর্ণ কথা যা তোমাদের ঘরে শুনানো হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ। ৩৫. নিশ্চয় যেসব পুরুষ এবং যেসব স্ত্রীলোক মুসলমান, মু'মিন, আল্লাহর অনুগত সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে অনুগত, সদকাদানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী এবং অতিমাত্রায় আল্লাহর স্মরণকারী আল্লাহ তাদের জন্য বড় ধরনের পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ৩৬. কোনো মু'মিন পুরুষ ও কোনো মু'মিন নারীর জন্য এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করে দিবেন তখন সে নিজে সেই ব্যাপারে অন্যকোনো ফয়সালা করবে। এই ইখতিয়ার কারো নেই। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬)

শব্দার্থ ঃ قَرْنَ – অবস্থান করো। فِىْ – মধ্যে। بُيُوْتِكُنَّ – তোমাদের নিজের ঘরে। وَلَاتَبَرَّجْنَ – সাজগোজ করে বেড়িও না। جَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى – পূর্বেকার জাহেলী যুগের মতো। وَاَقِمْنَ – এবং কায়েম করো। الصَّلٰوةَ – নামায। اٰتِيْنَ – আদায় করো বা দাও। الزَّكٰوةَ – যাকাত اَطِعْنَ – আনুগত্য করো। اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ – আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। اِنَّمَا – অবশ্য। يُرِيْدُ اللّٰهُ – আল্লাহ চান। لِيُذْهِبَ – দূর করতে বা অপসারণ করতে। عَنْكُمُ – তোমাদের হতে।

www.pathagar.com

الرِّجْسَ – অপরিচ্ছন্নতা। اَهْلَ الْبَيْتِ – নবীর ঘরের। يُطَهِّرَكُمْ – মনে রেখো। مَا – যা। يُتْلٰى – তেলাওয়াত করে শোনানো হয়েছে। فِىْ بُيُوتِكُنَّ – তোমাদের ঘরে। مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ – আল্লাহর আয়াত হতে। وَالْحِكْمَةِ – এবং হেকমতপূর্ণ কথা। اِنَّ اللّٰهَ – অবশ্যই আল্লাহ। كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا – সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ। اَلْمُسْلِمُوْنَ – মুসলমান পুরুষ। اَلْمُسْلِمٰتِ – মুসলমান নারী। اَلْقٰنِتِيْنَ – অনুগত পুরুষ। اَلْقٰنِتٰتِ، – অনুগত নারী। اَلصّٰدِقِيْنَ – সত্য পথের পথিক পুরুষ। وَالصّٰدِقٰتِ – সত্য পথের পথিক নারী। اَلْخٰشِعِيْنَ – আল্লাহর সম্মুখে অবনত পুরুষ। اَلْخٰشِعٰتِ – আল্লাহর সম্মুখে অবনত নারী। اَلْمُتَصَدِّقِيْنَ – সদকাদানকারী পুরুষ। اَلْمُتَصَدِّقٰتِ – সদকাদানকারী নারী। اَلصَّائِمِيْنَ – রোযা পালনকারী পুরুষ। اَلصّٰئِمٰتِ – রোযা পালনকারী নারী। اَلْحٰفِظِيْنَ – সংরক্ষণকারী পুরুষ। فُرُوْجَهُمْ – তাদের লজ্জাস্থান। اَلْحٰفِظٰتِ – সংরক্ষণকারিণী। وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ – আল্লাহর স্মরণকারী পুরুষ। كَثِيْرًا – বেশি বেশি করে। اَلذّٰكِرٰتِ – আল্লাহর স্মরণকারিণী। اَعَدَّاللّٰهُ – আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। اَجْرًا – পুরুষ। عَظِيْمًا – বড় ধরনের। وَمَاكَانَ – কোনো অধিকার নেই। لِمُؤْمِنٍ – কোনো বিশ্বাসীর জন্য। وَّلَامُؤْمِنَةٍ – এবং না কোনো বিশ্বাসী নারীর জন্য। اِذَا – যখন قَضَى اللّٰهُ – আল্লাহ ফয়সালা করে দেন। وَرَسُوْلُهٗ – এবং তাঁর রাসূল (সা)। اَمْرًا – কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো হুকুম। مَنْ – যে বা যারা। يَعْصِ – নাফরমানি করা। اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ – আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা)-এর। فَقَدْ – তাহলে অবশ্যই। ضَلَّ – সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হলো। ضَلٰلًا بَعِيْدًا – বড় ধরনের গোমরাহী।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সভ্য যুগ ও জাহেলী যুগের মধ্যে যে পার্থক্য তা হচ্ছে পর্দার আইন মেনে চলা ও না মেনে চলা। যে যুগেই এবং যে দেশেই পর্দার আইন মানা হয় না সেই দেশের লোক 'সভ্য' বলে বিবেচিত হতে পারে না। হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন যে, পাশ্চাত্যের বহু দেশেই তো পর্দার আইন মেনে চলা হয় না, কিন্তু তবু তো তারা সভ্য। এর একটাই মাত্র জবাব, তা হচ্ছে এই যে, সভ্যতার যে মাপকাঠি সেই মাপকাঠিতে তারা উৎরাতে পারে না। আর যদি উলঙ্গপনাকে তারা সভ্যতা' নাম দেয় তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। তবে একটা কথা বলা চলে যে, ঐ সভ্যতার নাম 'উলঙ্গ সভ্যতা'। আর যদি কেউ 'পশু সভ্যতা' বলে তবে সেটাও অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্য কথায় বলা চলে মানবের আদি পূর্ব পুরুষের বানর সভ্যতায় ফিরে যাওয়া। কিন্তু আমরা মুসলমান জাতি যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি তাতে বুঝি যে, অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় আসতে অসভ্য যুগের যেসব রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও প্রথা-প্রচলন পাল্টাতে হয়েছিল তার মধ্যে প্রধানতম ছিল উলঙ্গপনা থেকে কাপড়ের ব্যবহার এবং বেপর্দা ছেড়ে পর্দার ব্যবস্থা চালু করা। আর এ কথা কে না জানে যে, কাপড়ের ব্যবহার করেই মানুষ সভ্য হয়েছে।

এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, সত্যিকার অর্থে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালের উভয় জীবনে শান্তি পেতে হলে তাকে পর্দার আইন মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে নামায আদায় করতে হবে, রোযাদার হতে হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করে চলতে হবে। আর সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেন আনুগত্য আর কারো জন্য না হয়ে যায়। তাকে সত্যপন্থী হতে হবে, দুনিয়ার কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সে যেন কোনো অসৎ পথ অবলম্বন করে না বসে সেদিকে লক্ষ্যে রেখে চলতে হবে। এসব কিছু বলার পর আবারও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে হবে। এসব নিয়ম-নীতি মেনে চললে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অশেষ পুরস্কার।

এবার আসুন, ভেবে দেখি যে, ১. আল্লাহ যে বললেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করো। এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ নারী জাতিকে ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ করে দিয়েছেন?

www.pathagar.com

২. আল্লাহ যে আইয়ামে জাহেলিয়াতের ন্যায় বেড়াতে নিষেধ করলেন, সে জাহেলিয়াতটা কি ধরনের ছিল?

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ যখন কিছু বলেন তখন তা শুধু এক এলাকার বা কোনো বিশেষ এলাকার এবং কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলেন না, বলেন সর্বকালের এবং সকল দেশের সকল মানুষের জন্য। যেমন ধরুন, কোনো পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বলেন—'খবরদার! কেউ সিনেমা দেখবে না'–তাহলে এ হুকুমটা প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র সেই পরিবারের সদস্যদের উপর।

আর যদি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি বলেন যে—'খবরদার! কোনো ছাত্র-ছাত্রী ধূমপান করবে না'–তাহলে সে হুকুম বর্তাবে ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উপর।

কিন্তু কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন—'আনন্দমেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো'–তবে তা যেমন কোনো বিশেষ পরিবারের বা কোনো বিশেষ এলাকার জন্য হয় না, হয় গোটা দেশের সকল এলাকার জন্য। তবে তা পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু হুকুমটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তবে তা প্রযোজ্য হবে সারা পৃথিবীর প্রতিটি এলাকার মানুষের জন্য। তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ যে আইয়ামে জাহেলিয়াতের ন্যায় চলতে নিষেধ করলেন সেই জাহেলিয়াত অর্থ আরবের তৎকালীন জাহেলিয়াতকে বুঝলে চলবে না, বুঝতে হবে সারা পৃথিবীর সকল এলাকার সবধরনের জাহেলিয়াতকে। সুতরাং দেখতে হবে সেই সময় কোন এলাকায় কোন ধরনের জাহেলিয়াত বিরাজমান ছিল। এ ব্যাপারে প্রথমেই নজর দেয়া যাক আরবের দিকে।

আরবীয় জাহেলিয়াতে নারীদের অবস্থা

এ কথা আমরা সবাই জানি যে, আরবে তখন সম্ভ্রান্ত ঘরে কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জ্যান্ত কবর দেয়া হতো। কিন্তু জানি না যে কেন এমন করা হতো। কন্যা হত্যার মূল কারণ ছিল এই যে, ঐ সমাজে মেয়েদেরকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাদেরকে

www.pathagar.com

ভোগ্যপণ্যের ন্যায় মনে করা হতো। তাদের প্রতি এমন অমানবিক আচরণ করা হতো যা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা সহ্য করতে পারতো না। তারা ভাবতো–'আমাদের মেয়েরা আমাদের চোখের সামনে হেয় নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় জীবন যাপন করবে তা আমরা সারাজীবন দেখবো আর সহ্য করবো, তারচেয়ে একদিনেই তার জন্য কাঁদবো যেন সারাজীবন না কাঁদতে হয়।' এটা হলো আরবীয় জাহেলিয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ভারতীয় জাহেলিয়াত

ভারতে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। সেখানে মেয়েরা না পিতার সম্পত্তিতে অংশ পেতো আর না স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ পেতো। তারা যতদিন বাঁচতো শুধু গোলামী করতো আর দুটো খেতে পেতো–এই ছিল নারীদের সামাজিক মর্যাদা। এরপর আরও যা নৃশংস আচরণ হতো মেয়েদের প্রতি তা ভাবতেও মানুষের গা শিউরে উঠবে। তা হচ্ছে এই যে, কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি স্ত্রীর আগে মারা যেতো তাহলে আর রক্ষা ছিল না। সেই বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে জ্যান্ত পোড়ানো হতো। এর নাম ছিল 'সতীদাহ প্রথা'। তারা মনে করতো—'যে স্ত্রী অলক্ষুণে তার স্বামীর-ই অকাল মৃত্যু ঘটে। সুতরাং এই অলক্ষুণে নারীর আর বাঁচার কোনো অধিকার নেই। তাকে তার স্বামীর মরদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতে হবে।'

আর বেঁচেও তার কোনো লাভ ছিল না। কারণ না ছিল স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ আর না ছিল পিতার সম্পত্তিতে অধিকার।

পরবর্তীতে রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজ শাসকদের হস্তক্ষেপে 'সতীদাহপ্রথা' দূর হলো বটে কিন্তু বিধবা অবস্থায় সে বাঁচবে কি করে তার কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী যে কোনো স্বামী গ্রহণ করবে সেটাও ঐ জাহেলী সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তারা আল্লাহর 'ওয়াহদানিয়াত' না মানলেও স্বামীর ওয়াহদানিয়াত বা একচ্ছত্র অধিকার মানতো। তারা মনে করতো—'আল্লাহ একাধিক হতে পারে বটে, কিন্তু স্বামী একাধিক হতে পারে না।'

এখন যদিও তাদেরকে স্বামীর সঙ্গে পোড়ানো হয় না, কিন্তু তারা যে সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাঁচবে এমন কোনো ব্যবস্থা তাদের সমাজ এখনও

www.pathagar.com

করতে পারেনি। হ্যাঁ, তবে যাদের ভাগ্য ভালো–যারা ২/১টা সন্তানের মা হয়ে বিধবা হয় তাদের তো বাঁচার একটা ব্যবস্থা হয়, কিন্তু যারা সন্তান হওয়ার পূর্বেই বিধবা হয় তাদের অবস্থা হয় বড় করুণ। তাদের নির্দিষ্ট কোনো ঘর-বাড়ি থাকে না। তারা শেষ পর্যন্ত কদুর খোল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে। জীবিকার জন্য ভিক্ষা করে আর থাকার জন্য বেছে নেয় কোনো শ্মশান বা কোনো নির্জন এলাকায় গিয়ে তৈরি করে থাকার আস্তানা। বসবাসের সাথী হিসেবে বেছে নেয় কোনো সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী বৈরাগী ধরনের কাউকে। এক এলাকায় কিছুদিন থাকার পর আবার সেখান থেকে তারা চলে যায় অন্য এলাকায়। এভাবেই অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে করতে একদিন শেষ হয়ে যায় তার এ পার্থিব জীবনের সবকিছুই। এই হলো ভারতীয় জাহেলিয়াতের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

ভারতীয় জাহেলিয়াতের চরম লজ্জা ও ন্যাক্কারজনক আরো কতিপয় দিক ছিল যা কলমের মাথায় লিখতেও বিবেক বাধা দেয়। কিন্তু যা সত্য তা শ্রুতিকটু হলেও সবার শোনা ও জানা উচিত। এর কিছুটা ১৯৮৮ সালের ১৫ জানুয়ারী রাতে বাংলাদেশ টেলিভেশনে প্রচারিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে জনাব ডক্টর আবদুল বারী সাহেবও বলেছেন। সুতরাং আমিও পাঠকদের অবগতির জন্য তা ব্যক্ত করলাম।

১. উন্নতমানের সন্তান লাভ ঃ পূর্বে ভারতীয় হিন্দু সমাজে উচ্চমানের সন্তান লাভ করার জন্য স্বামীরাই তাদের স্ত্রীদেরকে রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যারা উচ্চ বংশীয় বা যারা ঠাকুর দেবতা কিংবা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে যারা সবল তাদের নিকট পাঠাতো গর্ভবতী হওয়ার জন্য। এতে সুন্দর সুঠাম সন্তান লাভ করে তারা উন্নত মানের সন্তানের অধিকারী হিসেবে গর্ববোধও করতো।

২. কপালের সিঁদুর ঃ হিন্দু সমাজে যখন অবাধ যৌনাচার শুরু হয়ে যায় তখন মুনি-ঋষিগণ চিন্তা করলেন, বিয়ের পূর্বে অবাধ যৌনাচারের সুযোগ থাকলেও বিয়ের পর এ সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে কি করা যায় তা নিয়ে বেশ চিন্তা-ভাবনা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করলেন, আর তাহলো ঐ কপালের সিঁদুর। তারা আইন করে দিলেন, বিয়ের সময় থেকে স্বামী বেঁচে থাকা পর্যন্ত

www.pathagar.com

সর্বক্ষণ কপালে সিঁদুর পরতে হবে যেন অন্য পুরুষেরা দেখামাত্র বুঝতে পারে যে, এ নারী কোনো নির্দিষ্ট পুরুষের আওতাধীন হয়ে গেছে। তাকে আর ব্যবহার করা যাবে না। আরও আইন হলো, বিধবা হয়ে গেলে ঐ সিঁদুর মুছে ফেলতে হবে যেন মাথা দেখেই অন্য পুরুষেরা বুঝতে পারে যে, সে এখন নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিচ্ছে।

মুখে কথা বলে এ ঘোষণা নয়, এ হচ্ছে কপাল দেখিয়ে ঘোষণা, যে কপালের দিকে মানুষের প্রথমেই নজর পড়ে। আমার মনে হয় কপাল ছাড়া যদি মানুষের শরীরের অন্যকোনো অঙ্গের দিকে মানুষের প্রথম নজর পড়তো তাহলে সেই অঙ্গে সিঁন্দুর লাগানো হতো এবং সেই অঙ্গ থেকেই তা মুছে ফেলা হতো।

অর্থাৎ সিঁদুরের লাল ফোঁটা হচ্ছে রাস্তার লাল বাতির ন্যায় যা দেখে রাস্তায় চলাচলরত গাড়ির ড্রাইভারগণ বোঝে যে, রাস্তা এখন অন্যের জন্য মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তোমরা এখন অপেক্ষা করো। আর যখনই লাল বাতি নিভে যায় তখনই প্রকারান্তরে বলা হয় যে, তোমাদের জন্য এখন রাস্তা খোলা।

ঠিক তেমনি কপালে লাল বাতি দেখে মনে করতে হবে রাস্তা বন্ধ আর কপাল থেকে লাল বাতি মুছে যাওয়ার অর্থ হলো রাস্তা সবার জন্য খোলা। এসব কতইনা ঘৃণ্য ব্যবস্থাপনা। সেহেতু এ ধরনের জাহেলিয়াতের যুগকে বলা হয়েছে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত'।

৩. 'রমণী' শব্দ ঃ বাংলায় 'রমণী' শব্দটিও প্রাচীন ভারতীয় জাহেলিয়াত থেকে সৃষ্ট শব্দ। ভারতীয় জাহেলিয়াতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সমাজপতি ও মুনি-ঋষিদেরও বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, মেয়েদের জন্ম হয় শুধু পুরুষের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হিসেবে। জায়া ও জননীর মর্যাদা খোদ ধর্মগুরুদের তরফ হতেই স্বীকৃত ছিল না। এর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। মেয়েদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার একটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

হিন্দু মুনি-ঋষিদের দেয়া 'রমণী' শব্দটি এখনও বাংলা ভাষায় চালু আছে। এ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে একটি কুৎসিত গালিতে পরিণত হয়। মেয়েদের ভোগ-ব্যবহারের প্রধান ভূমিকা ছিল রমণক্রিয়ার। তাই তারা

www.pathagar.com

নারী জাতিকে এক কথায় 'রমণী' নাম রেখেছিল। ঠিক একই জাহেলিয়াতনিঃসৃত চিন্তাধারা হতেই নারীদেরকে 'কামিনী' নামেও আখ্যায়িত করা হতো। এ ঘৃণ্য শব্দগুলো থেকেও ভারতীয় জাহেলিয়াতের ধরন কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

গ্রীক জাহেলিয়াতে নারীর অবস্থা

গ্রীক সভ্যতার প্রথম যুগে নারীদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। তাদেরকে মাতৃত্বের মর্যাদা দেয়া হতো। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা হতো। স্ত্রীদেরকে পুরুষের সমমর্যাদা দেয়া হতো।

কিন্তু যেহেতু তাদের সভ্যতার ভিত্তিমূলে কোনো ঈমানী চেতনা ছিল না তাই তারা নারী জাতিকে খুব বেশিদিন মাতৃত্বের মর্যাদায় রাখতে পারেনি। মাতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে এনে তাদেরকে ভোগের বস্তুতে পরিণত করে ফেলে।

তাদের যে সমাজে একদিন নারীর সতীত্বকে অমূল্য সম্পদ হিসেবে মনে করা হতো সেই সমাজেই তাদেরকে পুরুষের কামনা-বাসনা পূরণের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করা হলো। ফলে যারা একদিন বেশ্যাবৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখতো তারাই বেশ্যাদেরকে দেবীর আসনে বসালো। বেশ্যারা হলো মহা সম্মানিতা। বরং যে নারী যত বেশি সংখ্যক দেবতার সঙ্গে রতিক্রিয়ায় সক্ষম সে তত বেশি সম্মানী দেবী। আর দেবতার মধ্যেও যিনি যত বেশি সংখ্যক নারীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার ক্ষমতাবান তিনি তত বেশি দামী দেবতা, আর এটাই ছিল গ্রীক পুরাণের মতে অত্যধিক নেক কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ। ফলে তাদের ধর্মের মাধ্যমে পেলো যুবক-যুবতীরা অবাধ যৌনাচারের স্বাধীনতা। এতেকরে যৌনাসক্তি বৃদ্ধি করে দেয়াই শেষ পর্যন্ত তাদের এক মহাপূণ্যের কাজ হিসেবে পরিগণিত হলো। এরই অনুশীলন আমরা দেখতে পাই হিন্দু বেদ-পুরাণেও।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিস্টানী জাহেলিয়াত

খ্রিস্টানরা যদিও আহলে কিতাব তথাপি তাদের কতিপয় ধর্মগুরু এই মতে বিশ্বাসী যে, 'নারী জাতি হচ্ছে শয়তানের প্রবেশ পথ।' এই পথেই শয়তানের আগমন ঘটে। তাদের বিশ্বাস, বেহেশতের মধ্যে যে গাছের কাছে যেতে আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন সেই গাছের কাছে হযরত আদম (আ) প্রথমে যেতে চাননি। বিবি হাওয়ার প্ররোচনা এড়াতে না পেরে হযরত আদম (আ) সে গাছের কাছে যেতে এবং সেই গাছের ফল খেতে বাধ্য হন।

তবে কুরআন উক্ত মত সমর্থন করে না। আল-কুরআন বলে–'আদম ও হাওয়া দুইজনই শয়তানের খপ্পরে পড়লো এবং গাছের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে দুইজনই সমান দায়ী।'

কিন্তু খ্রিস্টানরা তা মানে না। তারা নারী জাতিকে শয়তানের প্রবেশদ্বার মনে করে বলেই তাদের যারা ধর্মগুরু, (তাদের ভাষায়) এই শয়তানরূপী নারীদের থেকে দূরে থাকার জন্যই তারা বিয়ে করে না।

তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, তাদের নবী হযরত ঈসা (আ) যেহেতু বিয়ে করেননি তাই ধর্মযাজক পাদ্রীরাও বিয়ে করবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দেয়া যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন চোরা পথে। যার ফলে খবরের কাগজের মাধ্যমে আজ প্রচার হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের মধ্যে এইডস্ রোগ দেখা দিয়েছে–যার একমাত্র উৎপত্তি স্থল হচ্ছে বেশ্যালয়।

তাদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, বিয়েটাই দোষণীয়, কিন্তু নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচার কোনো দোষণীয় কাজ নয়। অন্যদিকে নারীদেরকে দারুণভাবে অবহেলা করা হতো, যার কারণে তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ছিল দারুণ অসহায়। নিরুপায় হয়ে তারা দেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত হতো। তাদের স্বামী ও স্ত্রীর মনে যৌনাচারের বিষয়ে ছিল দারুণ অবিশ্বাস। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতো না। এমনকি এ ধরনের একটা প্রথা সেখানে চালু হয়েছিল যে, কোনো স্বামী যুদ্ধ করতে গেলে কিংবা বেশি দিনের জন্য

www.pathagar.com

বাড়ির বাইরে গেলে তাদের স্ত্রীদেরকে ধাতব পদার্থে নির্মিত এক ধরনের কটিবন্ধ পরিয়ে তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে তবেই বাইরে যেতো। এ কটিবন্ধের কারণে স্ত্রীরা যৌনকার্যে অসমর্থ হতো। এই কটিবন্ধকে বলা হতো 'সতীত্বের বর্ম'।

অতঃপর স্বাভাবিক কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে নারী জাতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে–

১. নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।

২. অর্থ উপার্জনে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে হবে।

৩. নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকতে হবে।

শেষ পর্যন্ত এই অধিকার সেখানে স্বীকৃত হলো। ফলে দাসত্ব জীবনের পারিবারিক নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে পাল্টা আরেক ধ্বংসের দিকে ধাবিত হলো। মেয়েদের খেয়াল-খুশিমতো বিয়ে হতো, আবার পরক্ষণেই সে বিয়ে ভেঙ্গে যেতো। নারী তার পছন্দমতো আরেকটা স্বামী বেছে নিতো।

অবাধ যৌনাচারের ফলে গর্ভনিরোধের কলাকৌশল আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিলো। ফলে আবিষ্কার হওয়া শুরু হলো গর্ভনিরোধ ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন কলাকৌশল। যার বাতাস শেষ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়লো সারাবিশ্বে। সে বাতাস আমাদেরকেও চরমভাবে আলোড়িত করছে। যা বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

উক্ত অবস্থাকে আমরা বলতে পারি 'ইউরোপীয় জাহেলিয়াত'।

রোমান জাহেলিয়াত

এই জাহেলী সভ্যতায় পূর্বে মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল। ৫২৬-৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল জাস্ট্রিনিয়াসের আমল। এই আমলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে আদৌ সমর্থন করা হতো না। এমনকি সমাজের যেকোনো মর্যাদাসম্পন্ন কাজে মেয়েদের অংশ গ্রহণের অধিকারও স্বীকার করা হতো না।

www.pathagar.com

তারপর রোমানদের উন্নতির সাথে সাথে মেয়েদেরকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হলো। পূর্বে যা হরণ করা হয়েছিল তারও কাযা আদায় করা হলো। অর্থাৎ মেয়েরা স্বাধীনতা পেলো সীমাহীনভাবে। ফলে তারা স্বামীর দরকার আছে বলে মনে করতো না। সমাজে লোকদেখানো একটা বিয়ে হতো বটে কিন্তু তা বেশিদিন টিকতো না। কারণ যৌন মেলামেশা ছিল অবাধ। তাই এটাকে শেষ পর্যন্ত কোনো খারাপ কাজ বলে মনে করা হতো না। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৪ অব্দে 'ক্যাটো'নামক এক ব্যক্তি রোমে নীতি-তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনিও অবাধ যৌনাচার 'নীতিবহির্ভূত নয়' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রোমান জাতির এই চরম অবক্ষয়কে আমরা বলতে পারি 'রোমান জাহেলিয়াত'।

সমাজতান্ত্রিক জাহেলিয়াত

এ হচ্ছে আরেক ধরনের জাহেলিয়াত। এখানে যৌনাচার ছিল দলগতভাবে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পুরুষ দলের জন্য একটা নির্দিষ্ট নারীদল ছিল। এই দুই দলের একটি ছিল স্বামীর দল, অন্যটা ছিল স্ত্রীর দল। স্বামীর দলের যেকোনো পুরুষ স্ত্রীর দলের যেকোনো স্ত্রীর জন্য বৈধ ছিল। অবস্থা ছিল এই যে, কোনো পুরুষের বহু স্ত্রী ছিল এবং যেকোনো স্ত্রীর বহু স্বামী ছিল। এছাড়া এ সমাজে মনে করা হতো একজন স্ত্রীকে একজন পুরুষের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো একজন নারীকে একজন পুরুষের দাসীতে পরিণত করে দেয়া।

সমাজতান্ত্রিক দেশে এখনো এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে, নারী সেখানে পুরুষের ভোগের বস্তু এবং কলে কারখানায় কাজ করার জন্য পুরুষের সহযোগী। এখানে ঘটনাক্রমে কেউ যদি 'মা' হয়ে পড়ে তবে তাকে সন্তান লালন-পালনের ভার গ্রহণ করতে হয় না। সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব সরকারী মাতৃসদনগুলির। এই সন্তানরা সেখান থেকে বড় হয়ে সরকারী ক্ষেতে-খামারে বা কলকারখানায় কাজ করবে। সে জানবেও না তার 'মা' কে। বড়জোর মা চিনলেও বাবা চেনার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তার মা-ও ঠিক মনে করে উঠতে পারবে না যে তার কোন ছেলের পিতা কে ছিল। এ কারণেই এ সমাজে সন্তানের পরিচয় মায়ের নামের সাথে, পিতার নামের সাথে নয়।

www.pathagar.com

নারী স্বাধীনতা আন্দোলন

মধ্যযুগে যখন পাদ্রীরা নারীদের উপর নানা ধরনের জুলুমের নীতি ও অন্যায়-অব্যবস্থা চালিয়ে আসছিল তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলে তারা লাভ করে এক নতুন স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার মধ্যে কাপড় পরা না পরার স্বাধীনতাও সামিল। লজ্জা-শরমের নাম-গন্ধ মুছে গেল। যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপ-আমেরিকায় গড়ে উঠলো নারী-পুরুষের উলঙ্গ ক্লাব। তার বড়জোর বুকের উপরটা একফালি কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতো আর দেহের নিম্ন ভাগটা নেহায়েত অনিচ্ছায় এক টুকরো কাপড় দিয়ে নেংটির মতো বেঁধে রাখতো।

বৈবাহিক জীবনকে তারা পছন্দ করতো না। তারা মনে করতো, ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিয়ে পুরুষেরা তাদের মাথা কিনে নিয়েছে। তাই নারীরা চাইলো স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে এবং পুরুষের পাশাপাশি সমাজে একজন সমাজকর্মী হিসেবে দায়িত্ব নিতে।

সেটা তারা নিলোই শেষ পর্যন্ত। অতঃপর তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এমন যে, একজন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা W. W. Kachkilon বলেন–'নারী-পুরুষ তো পশুর মতো, কাজেই তাদের আবার বিয়ে-শাদি কিসের জন্য? আর তা-ও আমরণ?'

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আজ পাশ্চাত্য সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের এই নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের পর থেকেই নারী জাতি হয়েছে ভোগের বস্তু ও বিজ্ঞাপনের সামগ্রী। তাই আজকাল যেকোনো জিনিসের বিজ্ঞাপনের জন্য নারীদের নগ্ন ছবি ব্যবহার করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে নারীদেরকে নারী স্বাধীনতার ধোঁকায় ফেলা হয়েছে শুধু তাদেরকে রাস্তায় বের করে আনার জন্য। যেন তাদেরকে সহজে হাতের নাগালে পাওয়া যায়। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়–'প্রতি হাজারে সেখানে ৫২টি জারজ সন্তান জন্ম লাভ করে। ১৫ বছরের কম বয়সের মেয়েরাই অধিক সন্তান গর্ভধারণ করে। আর এদের মধ্যে হাজারে ৬৮০ জন জারজ সন্তানের মা।'

www.pathagar.com

১৯৬২ সালে আমেরিকার ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২০ লক্ষ সিফিলিস ও ১০ লক্ষ গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। ইংল্যান্ডের সরকারী হিসেবেও সেখানকার সরকারী ডাক্তারখানাগুলোতে প্রতিবছর গড়ে দুই লাখ সিফিলিস ও ৬০ হাজার গনোরিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

এ সবই হলো পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের অনিবার্য ফসল। এই ধরনের যাবতীয় জাহেলী পথ ও পন্থাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়ে বলেছেন– "ওয়ালা তাবাররাজনা তাবারুজাল জাহেলিয়াতিল উলা।" অর্থাৎ জাহেলী যুগের রং-ঢং ছাড়ো এবং সকল ধরনেরর জাহেলিয়াতের হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও।

এবার প্রশ্ন, আল্লাহর দেয়া পর্দার আইনটা কী এবং তা কেমন করে মানতে হবে। এ সম্পর্কে আসুন সূরা আন-নূর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْابُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا * ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَاتَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ـ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْاهُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ـ وَاللّٰهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَاتَكْتُمُوْنَ ـ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌبِمَا يَصْنَعُوْنَ * وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

www.pathagar.com

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * (النور - ٢٧-٣١)

অনুবাদ ঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য বাড়িতে বা অন্য কারো ঘরে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবে না যতক্ষণে বাড়িওয়ালা পরিচয় পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করবে ও তার সঙ্গে সালাম বিনিময় হবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায় তোমরা এটা স্মরণ রাখবে। আর যদি সেখানে কাউকে না পাও তাহলে সেখানে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সেখানে প্রবেশ করতে তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয় তবে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর (জেনে রেখো) তোমরা যা কিছুই করো তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। হ্যাঁ, তবে এটা কোনো অপরাধ নয় যে, যে ঘরে কোনো লোক বসবাস করে না এমন ঘরে তোমরা প্রবেশ করো যেখানে তোমাদের উপকার হয়। আল্লাহ ভালোই জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো আর যা তোমরা গোপন করো। মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দাও যে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম কর্মপন্থা। অবশ্যই আল্লাহ খবর রাখেন যে তারা (পুরুষেরা) চোখ অসংযত করে কি করে বা কি বানায়। আর মু'মিনা মেয়ে লোকদেরকে বলে দাও, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে এবং যেন তাদের রূপ ও

www.pathagar.com

সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। কিন্তু আপনা হতে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেটা ভিন্ন কথা। আর যেন তাদের চাদর বা ওড়না দ্বারা বুক ঢেকে রাখে এবং সাজসজ্জা করে যেন লোকদের সামনে না যায়। কিন্তু কয়েক ব্যক্তি ছাড়া যথা ঃ

১. তাদের স্বামী, ২. তাদের পিতা ৩. তাদের শ্বশুর, ৪. তাদের ছেলে, ৫. তাদের স্বামীর (অন্য পক্ষের) ছেলে, ৬. তাদের ভাই, ৭. ভাইয়ের ছেলে, ৮. বোনের ছেলে, ৯. তাদের ন্যায় পর্দানশীন মেয়ে, ১০. তাদের খরিদকৃত গোলাম, ১১. অতি বৃদ্ধ, ১২. যেসব অল্প বয়সের ছেলেরা যারা নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনও বুঝতে শিখেনি। আর নিজের পা জমিনের উপর মেরে চলাফেরা করবে না এভাবে যে, নিজেদের সৌন্দর্য যেটুকু গোপন করে রেখেছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আন-নূর ঃ ২৭-৩১)

শব্দার্থ ঃ لَاتَدْخُلُوْا – প্রবেশ করো না। غَيْرَ – ব্যতীত। بُيُوتًا – কারো ঘরে। بُيُوتِكُمْ – তোমাদের নিজেদের বাড়ি। حَتّٰى – যতক্ষণ পর্যন্ত। تَسْتَأْنِسُوْا -অনুমতি পাবে। تُسَلِّمُوْا – সালাম করবে। اَهْلِهَا – ঘরের মালিক। ذٰلِكَ – এটা বা এই নিয়ম। خَيْرٌ – ভালো। لَّكُمْ – তোমাদের জন্য। لَعَلَّكُمْ – যেন তোমরা। تَذَكَّرُوْنَ – তোমরা স্মরণ করো। فَاِنْ – অতঃপর যদি। لَمْ تَجِدُوْا – তোমরা না পাও। فِيْهَا – ওর মধ্যে (ঐ বাড়িতে)। اَحَدًا – কাউকে। فَلَاتَدْخُلُوْهَا – তবে সেখানে প্রবেশ করো না। حَتّٰى – যতক্ষণ না। يُؤْذَنَ لَكُمْ – তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। بِمَا تَعْمَلُوْنَ – যেমন তোমরা কাজ করো। عَلِيْمٌ – তিনি সব কিছুই জানেন। لَيْسَ – না, বা নেই। جُنَاحٌ – অন্যায়। تَدْخُلُوْا – প্রবেশ কর। غَيْرَمَسْكُوْنَةٍ –

www.pathagar.com

বাড়িতে কোনো বসবাস করা লোক না থাকে। فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ – সে ঘরে (প্রবেশ করলে) তোমাদের উপকার হয়। يَعْلَمُ – তিনি জানেন। مَا تُبْدُوْنَ – যা তোমরা প্রকাশ কর। وَمَا تَكْتُمُوْنَ – এবং যা তোমরা গোপন করো। قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ – বিশ্বাসী পুরুষ লোকদেরকে বলুন। يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ – তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। (অর্থাৎ বেগানা মেয়েলোক দেখলে যেন চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়)। يَحْفَظُوْا – সংরক্ষণ করে। فُرُوْجَهُمْ – তাদের লজ্জাস্থান। ذٰلِكَ – উহা। اَزْكٰى – পবিত্রতা। لَهُمْ – তাদের জন্য। خَبِيْرٌ – খবর রাখেন। بِمَا يَصْنَعُوْنَ – যা বানায় (অর্থাৎ বেগানা মেয়েলোকদের দেখে পুরুষরা তাদের মনে মনে কি বানায়)। قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ – বিশ্বাসী মেয়েলোকদেরকে বলুন। يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ – (পুরুষ লোক দেখলে) তারা যেন তাদের চোখকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا – কিন্তু যা আপনা থেকে প্রকাশ পায় তা ছাড়া। وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ – এবং (যেন) তাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। لَا يُبْدِيْنَ – প্রকাশ না করে। زِيْنَتَهُنَّ – তাদের গয়নাগাটি পরা অবস্থায় নিজের সাজসজ্জা (অর্থাৎ যেন সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে না বেড়ায়)। وَلْيَضْرِبْنَ – এবং যেন ঢেকে দেয়। بِخُمُوْرِهِنَّ – তাদের ওড়না বা চাদর দ্বারা। عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ – তাদের বুকের উপরটা বা সম্পূর্ণ শরীরটা অর্থাৎ বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করতে হবে। اِلَّا – ব্যতীত। بُعُوْلَتِهِنَّ – তাদের স্বামী। اٰبَائِهِنَّ – তাদের পিতা। اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ – তাদের স্বামীর পিতা। اَبْنَائِهِنَّ – তাদের

www.pathagar.com

ছেলে। اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ – তাদের (স্বামীর অন্য পক্ষের) ছেলে। اَخَوَاتِهِنَّ – তাদের ভাই। بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ – তাদের ভাইয়ের ছেলে। بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ – তাদের বোনের ছেলে। نِسَائِهِنَّ – তাদের পর্দানশীর মেয়েরা (অর্থাৎ বেপর্দা মেয়েদের থেকেও ঈমানদার মেয়েরা পর্দা করবে)। مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ – যারা খরিদকৃত দাসদাসী (তবে এটা বর্তমান যুগে নেই)। اَوِ التّٰبِعِيْنَ – অথবা যারা 'বয়' হিসেবে বাসায় কাজ করে। غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ – যারা অতি বৃদ্ধ লোক, যাদের যৌনপ্রবৃত্তি লোপ পেয়ে গেছে। اَوِالطِّفْلِ – অথবা ছোট ছেলে। اَلَّذِيْنَ – যাদের। عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ لَمْ يَظْهَرُوْا – প্রকাশ পায়নি বা বোধ সৃষ্টি হয়নি। – মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে। وَلَايَضْرِبْنَ – এবং ঢাকবে না তারা। بِاَرْجُلِهِنَّ – তাদের পা। مَايُخْفِيْنَ – যা গোপন করবে। مِنْ زِيْنَتِهِنَّ – তাদের সৌন্দর্য। تُوْبُوْا – তওবা করো বা যা অন্যায় হয়ে গেছে তার থেকে ফিরে এসো। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – তাহলে সম্ভাবনা আছে যে তোমরা মুক্তি পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যথা ঃ ১. কোনো বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য আগে যে নিয়ম মানতে হবে তা হচ্ছে এই যে, বাড়ির মালিককে সালাম দিতে হবে এবং পরিচয় দিতে হবে তারপর বাড়ির মালিক নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে তবেই অন্যের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, না হলে নয়।

২. اِلَّامَاظَهَرَمِنْهَا – যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ হঠাৎ যদি কাপড়টা সরে যায় বা বাতাসে ওড়নাটা উড়ে যায় এতে শরীরের হয়ত কোনো অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে যেমন মাথার কাপড় সরে যেতে পারে

www.pathagar.com

কিংবা হাতের খানিকটা আগলা হয়ে যেতে পারে কিংবা চলতে গিয়ে পায়ের নিচের অংশ হঠাৎ কিছুটা বেরিয়ে যেতে পারে যা তার মোটেই ইচ্ছাকৃত কোনো ব্যাপার নয় বরং কাপড় সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢেকে দেয়, এমন অবস্থায় কোনো গুনাহ হবে না।

৩. যেসব ছেলেদেরকে বাড়িতে চাকর হিসেবে রাখা হতো যা এখনও কোনো কোনো জায়গায় রাখা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে যদি বাড়ির গৃহকর্ত্রী বাড়ির চাকর ছেলেদের কোনো কাজের হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে যায় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যেখানে গৃহকর্ত্রীকে তারা মায়ের মতো সম্মান করে আর বয়সের দিক থেকেও যাদের মধ্যে থাকে বিরাট ব্যবধান।

৪. যারা গয়নাগাটি পরে সাজসজ্জা করে বের হয় তখন চাচা এবং মামার সামনে যেতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, যদিও তাদের সামনে যাওয়া নিষেধ নয় যেহেতু তারা মুহ্‌রিম পুরুষ। এর কারণ এই যে, চাচা-মামারা নিজেদের মেয়েদেরকে যদি ভালো গয়নাগাটি কিনে দিতে না পারে তাহলে তাদের মনে দুঃখ ও আফসোস হতে পারে। সম্ভবতঃ এজন্য নিরুৎসাহিত করা হতে পারে বলেও কোনো কোনো মুফাসসিরিনে কেরাম মনে করেন।

৫. চাদর দিয়ে যে গা ঢাকার কথা বলা হয়েছে সেটা এমন ঢাকা নয় যা শুধু ফিনফিনে পাতলা কাপড় দিয়ে নামমাত্র ঢাকা। আর চেহারা ঢাকার অর্থ চেহারার যে অংশ দেখলে অন্যের মনে কোনো কুচিন্তার সৃষ্টি হতে পারে সে অংশ ঢেকে রাখা। অর্থাৎ দুই ঠোঁটের উপরিভাগ অর্থাৎ নাক ও চোখ বাদে আর বাকি চেহারাটা ঢেকে রাখাটাই পর্দা। এতে বোরকা পরিহিতা মহিলাকে চিনতে পারা যাবে না। তার অবয়ব ও রূপ-সৌন্দর্য বুঝা যাবে না। কিন্তু দু'চোখ খোলা থাকায় বোরকা পরিহিতা মহিলা নিজে পথ চলতে পারবে। আর বলা হয়েছে, কারো দিকে চাইবে না। চোখ নিচের দিকে রেখে পথ চলবে।

www.pathagar.com

পর্দার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি

পবিত্র আল-কুরআনের সূরা জারিয়ার ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ এবং প্রত্যেকটি জিনিসকে আমি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা স্মরণ করো।

অর্থাৎ তোমরা যেন এর উপর চিন্তা-গবেষণা করে আল্লাহর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার কথা তোমাদের স্মরণে সদা জাগ্রত রাখতে পারো।

আল্লাহ প্রাণীকুল, গাছপালা, ফল-ফলাদিসহ সবকিছুকেই যে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন তা বলতে গিয়ে আল-কুরআনে মোট ৭৬টি আয়াত নাযিল করেছেন।

এবার আসুন মানুষ বা প্রাণীকুল ছাড়া অন্যান্য বস্তুর মধ্যে আল্লাহ যে জোড়া সৃষ্টির কথা বলেছেন তার থেকে পর্দার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় কি না একটু খুঁজে দেখি।

আল্লাহর কথা অনুযায়ী যখন সবকিছুর মধ্যেই জোড়া আছে তখন তড়িৎ বা বিদ্যুতের মধ্যেও জোড়া আছে। এই জোড়ার একটাকে আমরা বলি 'পজেটিভ' ও অন্যটাকে বলি 'নেগেটিভ'–যার একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীর ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেখবো এদের মধ্যে কোনো পর্দা সিস্টেম আছে কি নেই।

আজ যেহেতু বিদ্যুতের যুগ তাই প্রায়ই দেখি কখনো কোথাও যদি কোনো নেগেটিভ ও পজেটি ফাঁকা রাস্তার মধ্যে কোনোভাবে একটা আরেকটাকে স্পর্শ করতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগুন ধরে যায়। অর্থাৎ বিদ্যুতের মধ্যে যে পর্দাপ্রথা চালু রয়েছে তার কিছুমাত্র ব্যক্তিক্রম হলেই তাতে আগুন লেগে যায়।

আমরা সাধারণতঃ মাইকে কথা বলার সময় দেখি মেশিন থেকে দু'টি তার এসে মাউথপিচের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ঐ দুইটা তারের গায়ে রাবারের

www.pathagar.com

পর্দা জড়ানো রয়েছে। যদি পথিমধ্যে দু'টি তারের পর্দা ছিঁড়ে যায় কিংবা যদি রাবারের পর্দা ফেলে দিয়ে দু'টিকে একত্র করে দেয়া হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাল্ব কেটে যায় এবং মাইক নষ্ট হয়ে যায়। মাইকের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কিন্তু মাউথপিচ নামক ছোট্ট অন্ধকার ঘরটির মধ্যে যখন দু'টি তারই প্রবেশ করে তখন দু'টি তারের মাথা একত্রে সংযোগ প্রয়োজন হয়, আর সেটা না হলেও মাইকেরর মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই ছোট উদাহরণ থেকেও আমরা দেখলাম পর্দা ছাড়া বিজ্ঞানের থিওরী অচল। অর্থাৎ যে পর্দা বিজ্ঞানে সেই পর্দাই ইসলামে।

পর্দার বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি

এবার পরীক্ষা করে দেখবো যে মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি পর্দার সপক্ষে রায় দেয়, নাকি বিপক্ষে রায় দেয়। আসুন একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে বুঝে দেখি যে সুস্থ বিবেক এ ব্যাপারে কি রায় দেয়।

ধরুন, আপনার স্ত্রী খাবার পরিবেশন করছেন আর আপনারা কয়েক জনে খানা খাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে রয়েছেন আপনার ছেলে, আপনার পিতা, আপনার শ্বশুর, আপনার শ্যালক এবং আপনার বন্ধু। এরা সকলেই আপনার স্ত্রীকে দেখছেন, কারণ তিনিই (আপনার স্ত্রী) তো খাবার পরিবেশন করছেন। এবার বলুন, এই ছয় জন লোক আপনার স্ত্রীকে কে কোন হিসেবে দেখছেন। অর্থাৎ–

১. আপনি দেখছেন 'স্ত্রী' হিসেবে।

২, আপনার ছেলে দেখছে 'মা' হিসেবে।

৩. আপনার পিতা দেখছেন 'পুত্রবধূ' হিসেবে।

৪. আপনার শ্বশুর দেখছেন 'মেয়ে' হিসেবে।

৫. আপনার শ্যালক দেখছেন 'বোন' হিসেবে।

৬. এবার বলুন, আপনার বন্ধু দেখছেন কোন হিসেবে?

আপনি হয়তো বলবেন যে, বন্ধু দেখছেন 'বান্ধবী' হিসেবে। কিন্তু আপনি কি কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে 'এক্স-রের মতো

www.pathagar.com

কোনো কিছু দিয়ে ধরতে পারবেন যে, আপনার বন্ধু তাকে প্রকৃতই কি হিসেবে দেখছেন।

যদি তিনি আপনার সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে মনে মনে চিন্তা করেন যে, এটা আমার বান্ধবী না হয়ে যদি সহধর্মিনী হতো তাহলে কতই না ভালো হতো। আপনি কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন যে এমন কেউ চিন্তা করে না? লোকে মনে মনে এমনটি ভাবে বলেই তো আল্লাহ সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ * النور ـ ٣٠

অর্থ ঃ আপনি বিশ্বাসী লোকদেরকে বলে দিন তারা যেন (বেগানা নারী দেখলে চোখটাকে নিচের দিকে করে নেয়, সেদিকে আর যেন না তাকায় এবং তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে (কুচিন্তা থেকে), এটা তাদের পুত-পবিত্র থাকার জন্য উত্তম পন্থা। তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তাদের মনের অবস্থা ভালোই জানেন যে তারা বেগানা মেয়েলোকদেরকে দেখে মনে মনে কি বানায়।

এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, মানুষ এ ধরনের চিন্তা থেকে মুক্ত নয়। এবার বলুন এতে কি কেউ রাজি হবে যে, তার স্ত্রীকে বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো একজন মেয়েলোককে দেখে অন্য পুরুষেরা চিন্তা করার সুযোগ পাক যে, ঐ মহিলা যদি আমার স্ত্রী হতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

এতে যখন কেউই রাজি হতে পারে না তখন কী করে মানুষ (এখানে আমি ইচ্ছা করেই 'মুসলমান' না বলে 'মানুষ' বলেছি) ইসলামের এই পর্দাপ্রথাকে যুক্তিবিরোধী বলতে পারে? বরং উপরের আলোচনা থেকে এটাই যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হলো যে, বে-পর্দাপ্রথাটাই এমন যা মনুষ্য সমাজকে অসভ্য করে গড়ে তোলে। এই কারণেই আল্লাহ পাক সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ـ وَّسَآءَ سَبِيْلًا ـ

অর্থ ঃ তোমরা জেনার নিকটবর্তী হইও না (অর্থাৎ এমন পথ ও পন্থা অবলম্বন কোর না যে পন্থা মানুষ জেনার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই পথটাই হচ্ছে বেপর্দার পথ)। নিশ্চয়ই তা একটি বেহায়া পন্থা এবং অসভ্যতার দিকে যাওয়ার মতো একটা খারাপ রাস্তা।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, যেটাই যুক্তিগ্রাহ্য সেটাই আল্লাহর বিধান।

জেনার শ্রেণীবিভাগ

১. কামভাবে কোনো বেগানা নারীর দিকে তাকানো চোখের জেনা।

২. কামভাবে কোনো (বেগানা নারীর) কণ্ঠস্বর শোনা কানের জেনা।

৩. কামভাবে কাউকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের জেনা।

৪. কামভাবে কারো দিকে দুই পা অগ্রসর হওয়া পায়ের জেনা।

৫. কামভাবে কারো সঙ্গে কথা বলা জিহ্বার জেনা।

৬. কামভাবে কোনো বেগানা নারীর কথা মনে মনে চিন্তা করা মনের জেনা।

৭. কামভাব মনে রেখে কারো সঙ্গে পত্রলাপ করাও হাতের ও মনের জেনা।

প্রকৃত জেনার পূর্বে এত ধরনের আনুষঙ্গিক জেনা হয়ে থাকে তাই আল্লাহ বলেছেন–"তোমরা জেনার নিকটবর্তীও হইও না।" (আল-কুরআন)

প্রকৃত জেনার পূর্বে এতগুলি জেনা প্রথমে সংঘটিত হওয়ার পরই প্রকৃত জেনা হতে পারে। তাই প্রথমেই বন্ধ করতে হবে–

১. হাতের জেনা। ২. চোখের জেনা। ৩. মনের জেনা। ৪. কানের জেনা। ৫. জিহ্বার জেনা। ৬. পায়ের জেনা ও ৭. লেখার জেনা।

এরপরই বন্ধ হবে প্রকৃত জেনা, না হলে নয়। আশা করি এসব ব্যাপারে নিজেরাও হুঁশিয়ার থাকবো এবং অন্যদেরকেও হুঁশিয়ার করবো।

www.pathagar.com

চোখ হচ্ছে পাপের গুপ্তচর

চোখ মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয়। মানুষ এই চোখ দিয়ে প্রথমে কোনো জিনিস দেখে, তারপর যা দেখে তার প্রতি মনের মধ্যে একটা বাসনা সৃষ্টি হয়। পরে তা উপভোগ করার জন্য চোখের সহায়তায় প্রবৃত্তি তাকে প্রলুব্ধ করে। পরে সে হয়তো তার প্রবৃত্তিকে আর সামলাতে পারে না, তাই বলা চলে প্রথম নাম্বারে চোখই হচ্ছে পাপের গুপ্তচর. এ কারণেই আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়কেই চোখকে সামাল করতে বলেছেন।

তাই পথ চলার সময় এদিক সেদিক তাকানো পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই পাপের কারণ। হ্যাঁ, যদি অনিচ্ছায় হঠাৎ কোনো নারীর দিকে কোনো পুরুষের নজর পড়ে কিংবা কোনো পুরুষের দিকে কোনো নারীর নজর পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে নজরকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রথমবারের দেখায় কোনো গুনাহ হবে না, কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দেখতেই থাকে তবে অবশ্যই তাতে গুনাহ হবে।

তবে কেউ কোনো মেয়েকে বিয়ের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তার চেহারা এবং হাত ও পা দেখতে পারে। কিন্তু কামভাবে কারো দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম। এছাড়াও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কোনো অঙ্গ দেখা জায়েজ আছে, যেমন–

১. চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে এবং মহিলা রোগী গুরুতর অসুস্থ হলে মহিলার যেকোনো অঙ্গ ডাক্তার দেখতে পারে।

২. জেনার তদন্তের জন্য ব্যাভিচারিণী নারীর গুপ্তাঙ্গ তদন্তকারী ব্যক্তির দেখা জায়েজ আছে।

৩. সন্তান প্রসব করেছে কি না তার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গ দেখা জায়েজ।

৪. দুগ্ধ পানের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য প্রযোজন হলে দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকের স্তন দেখা জায়েজ। তবে এসব ব্যাপারে পুরুষের দেখার প্রয়োজন নেই, স্ত্রীলোক দেখলে এবং স্ত্রীলোকে সাক্ষ্য দিলে সেই সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর হাদীসে আছে, মানুষের আংশিক জেনাও লেখা হয়। অর্থাৎ আমলনামায় লেখা হয়। যেমন–

১. কামভাবে চোখ দিয়ে পরনারীকে দেখা হচ্ছে চোখের জেনা।

২. কামভাবে পরনারীর প্রেমসূলভ কথাবার্তা শোনায় কানের জেনা।

৩. পরনারীর সঙ্গে কামভাবসহ কথা বলা জিহ্বার জেনা।

৪. কামভাবে কোনো পরনারীর দিকে পা বাড়ানো পায়ের জেনা।

৫. প্ররনারীর প্রতি কামভাবে কুচিন্তা করা মনের জেনা।

(বুখারী ও মুসলিম)

হঠাৎ বেপর্দা হওয়া

১. যদি হঠাৎ কারো মাথার কাপড় হয়তো বাতাসে সরে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথাটা ঢেকে ফেললো, এতে গুনাহ হবে না।

২. যদি বাসে বা রিকশায় উঠতে গিয়ে অসাবধানে পায়ের কিছুটা বেরিয়ে যায় তবে তাতে গুনাহ হবে না (আল-কুরআন, সূরা নূর–যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)।

পর্দাপ্রথা কি সমাজ বিরোধী

বেপর্দার কারণে সমাজে নিত্যই যা ঘটছে, খবরের কাগজের পাতায় যা আমরা প্রতিদিন দেখছি তার কারণ সম্পর্কে যদি সুস্থ মাথায় চিন্তা করি তাহলে সুস্থ বিবেক বলবে যে, হ্যাঁ, এগুলি বে-পর্দা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। বে-পর্দার কারণে যা ঘটে তা কেন ঘটে এবং কি করে ঘটে তার কিছু বাস্তব নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

আমার নিজের চোখের সামনেই দেখেছি ২/৩টা সন্তানের মা হয়েও রাতের বেলায় হারিয়ে গেছে। পরে সন্ধান করে জানা গিয়েছে যে, সে অমুকের হাত ধরে চলে গেছে।

কেন গেছে তার কারণ সন্ধান করে জানা গেছে যে, তার স্বামী মাঝে মাঝে বকাঝকা করতো। এরই কারণে সে অন্যের সাথে চলে গেছে। এখন

www.pathagar.com

খুঁজে বের করতে হবে যে, এর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক এমন কী কারণ ছিল যে এমনটি ঘটে গেল?

এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ হলো এই যে, মুহরিম ও গায়ের মুহরিম এই দৃষ্টিকোণ হতে দেখলে একটা মেয়েলোকের স্বামী এবং অন্য একজন পুরুষ একই পর্যায়ভুক্ত। আজ যার সাথে তার বিয়ে হয়েছে তার সাথে বিয়ে না হয়ে যদি অন্য একজনের সাথে হতো তাহলে হতে পারতো, এতে কোনো আইনগত বাধা ছিল না। বিয়ের পর যদিও মানুষ কেউ কাউকে 'স্বামী' হিসেবে গ্রহণ করে এবং কেউ কাউকে 'স্ত্রী' হিসেবে গ্রহণ করে, এরপর যদি উভয়ই মনে করতে পারে যে, 'দুনিয়ায় যে যতই ভালো থাক বা মন্দ থাক আমি যা পেয়েছি তা-ই আমার জন্য ভালো এবং তাই আমার নিজস্ব। এছাড়া আর যা-ই থাকুক না কেন, তা আমার নিজস্ব নয়। অতএব তা দেখারও দরকার নেই'—তখনই তাদের সংসার হবে সুখের সংসার এবং তাদের উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠবে মধুর সম্পর্ক। এতে একে অন্যকে সম্পূর্ণ নিজের বলে মনে করতে পারবে। আর এটাই সাধারণতঃ হয়।

কিন্তু উক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার। অর্থাৎ পরিবেশটা এমন হতে হবে যেন স্বামীও তার স্ত্রীর চেয়ে কেউ ভালো না মন্দ তা বিচার করার সুযোগ না পায়, আর স্ত্রীও যেন তার স্বামীর চেয়ে কেউ ভালো না মন্দ তা বিচার করার সুযোগ না পায়।

যেকোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বাইরের মেহমানের মতো সব সময় ভালো ব্যবহার বা বাক্যালাপ করতে পারে না। কখনো তর্ক-বিতর্ক হয়, কখনো বাক-বিতণ্ডা হয়, কখনোবা ছোটখাট ঝগড়া হয়।

কিন্তু যদি কোনো বেগানা খারাপ লোকও অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়, তবে ঐ সুযোগটুকুই তার জন্য সে 'গনিমত' বলে মনে করে। ফলে সে যখনই তার সাথে (বেগানা নারীর সাথে) কথা বলে তখনই সে হাসি মুখে কথা বলে। তাকে আকৃষ্ট করার কসরত চালায়। ফলে তার স্বামী যখন তার সঙ্গে বকাবকি করে তখন মন ভার করে বসে চিন্তা করে—'আমার স্বামীর চেয়ে অমুকে কত ভালো।'

এরপর একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেলে—'আমার স্বামীর চেয়ে তোমাকেই আমার বেশি ভালো লাগে।'

www.pathagar.com

এরপর পরিবেশ পরিস্থিতি একদিন তাকে ঘর থেকে বের করে নেয়।

আমার নজরে এমন দু'চারটা ঘটনা যা ঘটতে দেখেছি তার প্রত্যেকটারই মূলে ছিল ঐ একই কারণ। এটা শুধু স্ত্রীদের ব্যাপারেই নয়, পুরুষের ব্যাপারেও ঐ একই কারণ প্রযোজ্য। তারাও যখন মনে মনে বিচার করার সুযোগ পায় যে, 'আমার স্ত্রী বেশি ভালো, না অমুকের স্ত্রী বেশি ভালো।' তখন সে একটা কিছু বিচার করেই বসে।

এবার বলুন এসবের হাত থেকে বাঁচার জন্য পর্দাপ্রথা মেনে চলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি?

সহশিক্ষায় যা ঘটে

কয়েক বছর পূর্বের কথা। যশোরে একটা ঘটনা ঘটে গেছে–যা ঘটেছে যশোর কলেজের এক অনুষ্ঠানে এক নাটকের মঞ্চে। মূল ঘটনার নায়ক-নায়িকা দুইজনই সেখানে উপস্থিত ছিল। একটা ছেলে এক বিশেষ পাঠ নিয়ে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ পকেট থেকে একটা শিশি বের করলো। সে শিশির মধ্যে ছিল বিষ। অভিনয়ের একপর্যায়ে পকেট থেকে শিশিটা বের করেই বলছে যে, এভাবেই সে তার প্রিয়াকে না পেয়ে বিষ পান করে মরে গেল–বলতে বলতে ছেলেটি বিষ পান করে সেখানেই ঢলে পড়ে গেল।

নাটকের অভিনয় শেষ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একটা সম্ভাবনাময় জীবন। যে জীবনকে নিয়ে কত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ছিল তার মা-বাবার মনে।

ছেলেটি একই কলেজের একটি মেয়ের সাথে প্রেম করেছিল। ভেবেছিল, মেয়েটি তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। কিছুদিন পর যখন দেখলো তার ধারণা ভুল তখন সে আর তা সইতে পারলো না। ফলে নাটকের মঞ্চেই আত্মহত্যা করলো। যেখানে দর্শকের গ্যালারিতে তার সেই প্রেমিকা বসা ছিল, তার দিকে শেষ চাওয়াটা চেয়েই তার জীবনের ইতি টেনে দিলো।

www.pathagar.com

ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নেয়া হলো, কিন্তু সে বাঁচলো না। সে মরলো এবং তার প্রেমিকা মেয়েটিরও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটালো। পরে মানুষেরা জানতে পারলো যে প্রকৃত ব্যাপার কী হয়েছিল।

এখন কেউ যদি ঐ ছেলের মা ও বাবাকে জিজ্ঞেস করে যে, সহশিক্ষা ভালো, না মন্দ? কিংবা তা সমাজের জন্য কল্যাণকর, না অকল্যাণকর? তাহলে তারাই পারবেন এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে আর পারবেন ঐ মেয়েটার পিতা-মাতা যে মেয়েটার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো এবং পাগল হয়ে ঘরে ফিরলো।

এমন ঘটনা তো একটা/দুইটা নয়। এমন ঘটনা যা প্রায় নিত্যই ঘটছে এবং তা সমাজ বিরোধী কি না সেই বিষয়ে ফতোয়া আমাকে দিতে হবে না। যাদেরই বিবেক বলে কিছু আছে তারা প্রত্যেকেই ফতোয়া দিবে যে, বেপর্দাপ্রথা সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে ইসলামের পর্দাপ্রথায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই।

তবে পর্দাপ্রথায় ফিরে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, মেয়েদের গায়ে বোরকা পরিয়ে দিলেই পর্দা পালন হয়ে গেল। না, তার সঙ্গে আরও কিছু বিষয় লাগে, আর তাহলো মন থেকে পর্দা মেনে চলা এবং খোদাভীতিকে মনের মধ্যে সদা জাগ্রত রাখা।

বেপর্দার অনিবার্য পরিণতি

বেপর্দার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে জেনার ব্যাপক ছড়াছড়ি। আর এ জেনাই মানব সভ্যতাকে বারবার ধ্বংসের গহ্বরে ফেলে দিয়েছে। প্রাচীনকাল হতেই যখনই কোনো জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সমকালীন যুগে চরম উন্নতি লাভ করেছে তখনই অতি উন্নতির আতিশয্যে তারা যৌনতার ব্যাপারে চরম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। ফলে আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত হয়ে তারা চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এই সত্যটি স্বীকার করবেন।

এই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতেও অবাধ যৌনাচার এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাদের সামাজিক অবস্থা দেখলেই কোনো বিজ্ঞ ও

www.pathagar.com

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলে দিতে পারবেন যে, তাদের প্রতি আল্লাহর গজব অত্যাসন্ন। সম্ভবতঃ আর এ কারণেই জন্ম হয়েছে এক নতুন রোগের যার কোনো চিকিৎসা নেই। যাকে সে রোগে ধরবে সে বুঝবে যে মৃত্যু তার অনিবার্য। এ রোগটার নাম 'এইডস'।

এইডসকে এই জমানার সবচেয়ে ভয়াবহ আল্লাহর গজব বলে অনেকে মনে করেন। এ রোগের খবর কিছু পড়ুন সংবাদপত্রের নিম্নোক্ত শিরোনামের খবর থেকে ঃ

'এক কোটি নর-নারীর দেহে এইডসের জীবাণু'

দৈনিক সংগ্রাম॥ ৩রা আশ্বিন ১৩৯৩ সাল ঃ পাঁচ বছর আগে কালব্যাধি এইডস-এর কথা প্রথম প্রচারিত হয়। সে সময় থেকে ২৩,৭০০টি এইডসে আক্রান্ত রোগী রেকর্ড করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১২ হাজার ৯শত ৬৬ জন মারা গেছে। এ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের চিত্র। উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ মনে করেন, এই রোগের আদি নিবাস পশ্চিমা দেশ। পশ্চিমা দেশে পৃথিবীর মাত্র ৫ ভাগ লোক বাস করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ধরনের ২৮ হাজার ৫শত ২৪ জন রোগীর কথা রেকর্ড করেছে যাদের ৮০ ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

আমেরিকায় আরো ১০ লাখ লোক এমন রয়েছে যারা তাদের রক্তে এইডস-এর জীবাণু বহন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলতে পারছেন না যে, আর কত লোকের দেহে এই জীবাণু ছড়াবে আর এই রোগজীবাণুবাহীদের সংখ্যা অবশেষে কত দাঁড়াবে।

এ পর্যন্ত বিশ্বের যত এইডস্ রোগের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে তা প্রকৃত পরিসংখ্যানের এক ভগ্নাংশ মাত্র। জেনেভাভিত্তিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেক্টর জেনালের ডাঃ হাফদান মাহলার বলেন, রেকর্ড করা হয়েছে নগণ্য সংখ্যক, রেকর্ড হয়নি অসংখ্য। বিশ্বে ১ লাখ এইডস রোগী রয়েছে যাদের অবস্থা ভয়াবহ, আর ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি লোক আছে যারা এই রোগজীবাণু বহন করে বেঁচে আছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২২৫ জনে একজন এই রোগজীবাণু বহন করছে। আফ্রিকার রুয়ান্ডার রাজধানী ফিগালীতে পরীক্ষার পর এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, সেই রাজধানীর মোট

www.pathagar.com

অধিবাসীদের শতকরা ১৮ জন এই রোগে আক্রান্ত। জাম্বিয়ার তরুণ ও বয়স্কদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে শতকরা ১৬ জন আক্রান্ত। কাম্পালাতে এক হাজার গর্ভবতী মহিলাকে পরীক্ষা করে শতকরা ১৩ দশমিক ৬ ভাগের দেহে জীবাণু পাওয়া গেছে। হাইতির ব্লাড ডোনারদের ব্লাড পরীক্ষা করে শতকরা দশ ভাগের রক্তে সেই রোগজীবাণু পাওয়া গেছে। উগান্ডায় প্রতি ছয় মাসে এইডস রোগীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে।

পশ্চিমা দুনিয়ায় এখন কোনো রক্ত পরীক্ষা না করে মজুদ করা হচ্ছে না বা রোগীদের দেহে প্রবেশ করানো হচ্ছে না।

এইডস্ রোগকে প্রথমে বদমায়েশদের রোগ বলা হতো। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের এসব রোগীদের প্রায় সবাই সহকামী। কিন্তু ডাঃ রবার্ট গ্যালো বলেন, এটা ঠিক নয়, এইডস্ কখনো সমকামী জীবাণু নয়, যদিও তা যুক্তরাষ্ট্রের সহকামীদের দেহ পাওয়া গেছে। অনেক আফ্রিকান দেশ আছে যেখানে এই কুঅভ্যাস নেই সেসব দেশে এই জীবাণুর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। তবে হ্যাঁ, বেশ্যালয়ই যে এইডস্ জীবাণুর উৎস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেনিয়ার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যায়, শতকরা ৫৪ জন পতিতার মধ্যে এইডসের জীবাণু রয়েছে, তারা এই রোগ ছড়াচ্ছে। সমগ্র আফ্রিকায় এমনকি হাইতিতেও আক্রান্ত নারী-পুরুষের সংখ্যা সমানে সমান। এটা শুধু আফ্রিকার ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্রই তা প্রযোজ্য। কারণ নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ যখন অনিবার্য তখন পুরুষের হলেই নারীর হবে, আর নারীর হলেই পুরুষের হবে। *(আরব নিউজের সৌজন্যে)*

উক্ত ধরনের খবর প্রায়ই সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যায়। এ থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহর দেয়া প্রতিটি ব্যবস্থাপনাই বিজ্ঞানসম্মত। আর এ ব্যবস্থাপনার বিপরীত বেপর্দার বিপর্যয় থেকে মানব জাতিকে উদ্ধারের জন্যই মনে হয় আল্লাহ পাক 'এইডস্' নামক মহা গজবের সংক্রামক ব্যাধি মানব জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

পর্দাহীনতার প্রত্যক্ষ কুফল

পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে আমরা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে নর ও নারীর জন্য পর্দার নির্দেশ পেলাম। এ নির্দেশ আমাদের বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়া উচিত। কারণ আমাদের জ্ঞান সীমিত। আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন–আমাদের কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল তা তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন। তাঁর নির্দেশ মানব জাতির মঙ্গলের জন্যই। তাই কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না খুঁজে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মেনে নিলেই আমরা নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করবো।

পর্দা পালনের পেছনে শত সহস্র সুফল থাকতে পারে যেটা আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি আমাদেরকে যে সামান্য জ্ঞান দিয়েছেন তার দ্বারাও খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি।

আমাদের বর্তমান সমাজে নিম্নলিখিত কয়েকটি সমস্যা বিরাজমান। সেগুলোর প্রধান কারণ পর্দাহীনতা। যেমন–

১. কন্যাদায়গ্রস্ততা ও যৌতুক। ২. এসিড নিক্ষেপ। ৩. স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা। ৪. নারীদের আত্মহত্যার হিড়িক। ৫. বিবাহ বিচ্ছেদ ও ৬. নারী অপহরণ।

যৌতুকপ্রথা পূর্বে ছিল হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমিত। তাদের মেয়েরা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না তাই পিতা-মাতা মেয়ের বিয়ের সময়-ই কিছু যৌতুক দিয়ে দেয়। মুসলিম সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকগণই যৌতুকপ্রথার জন্ম দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যৌতুকব্যাধির প্রচণ্ডতায় তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এ সর্বনাশ ঘটিয়েছে পর্দাহীনতা।

'কাম' রিপু আল্লাহর একটি নেয়ামত। কাম রিপু বা যৌনক্ষুধাই মানুষকে নারীর প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যৌনাকাঙ্ক্ষার কারণে একজন নারীর সারাজীবনের সুখ-দুঃখের ভার একজন পুরুষকে বহন করতে বাধ্য করে। কাম রিপুর কল্যাণেই একটি লোক স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি নিয়ে

www.pathagar.com

একটি সুন্দর সুখী সংসার গড়ে তোলে এবং সংসারের গুরুভার বহন করতে বাধ্য হয়। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, পুত্র-কন্যা ও ভাই-বোনের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি দয়া-অনুকম্পা এগুলোও কাম রিপুর ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এই নেয়ামতকেই আল্লাহর নির্দেশমতো পরিচালিত না করলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে কাম রিপুর তাড়নাই একজন যুবক একজন যুবতীকে একান্ত আপন করে পেতে চায়। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড় দিতে হয়। তাই বর কনেকে পাওয়ার জন্য মোহরানা ও অষ্টালংকার দিয়ে থাকে এবং আজীবন তার ভার বহন করার অঙ্গীকার করে।

ক্ষুধার্ত লোকের যেমন চাহিদা থাকে খাদ্যের তেমনি একজন যুবকের প্রথম চাহিদা থাকে নারীকে দিয়ে যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির। পর্দাহীন সমাজে নারী সহজলভ্য বিধায় যুবকেরা দায়-দায়িত্বের বোঝা কাঁধে না নিয়ে সহজেই নিজেদের প্রাথমিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। আজ কাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক, হোটেল, পথ-ঘাট ইত্যাদির দিকে চোখ মেলে তাকালেই জ্ঞানীজনেরা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হলো মেয়ে বিয়ে দিতে না পারা।

মেয়ে বিয়ে দিতে না পারায় আল্লাহর বিধান মোহরানার বিপরীতে 'যৌতুক' ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলছি ঃ

মনে করুন, একজন পিপাসার্ত পথিক–তৃষ্ণায় যার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, পথে একটি ডাবের দোকান পেলো। সে ডাবের দাম জিজ্ঞেস করলে দোকানী বললো–'দশ টাকা।'

তৃষ্ণায় পথিক এতই কাতর যে, সে দশ টাকা দিয়েই ডাব কিনে তার পানি পান করে প্রাণ শীতল করলো।

পরে পথিক আরও এগিয়ে দেখে আরেক ডাবের দোকানী পূর্বের ডাবের চেয়ে ভালো ও তাজা ডাব নিয়ে বসে আছে এবং বলছে—'ডাব খেতে পয়সা লাগবে না, ডাব ফ্রি দেয়া হচ্ছে।'

পথিকের তৃষ্ণা নেই অতএব চাহিদাও নেই। তবু সে ভাবছে—'দশ টাকার ডাব বিনে পয়সায় যখন পেয়েছি তখন খেয়েই নেই না একটা।'

www.pathagar.com

সে একটা ডাবের পানি পান করলো। আরেকটু এগিয়ে অন্য এক দোকানী আরও কচকচে তাজা ডাব নিয়ে বসে আছে এবং লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলছে—'ডাব খেতে পয়সা লাগবে না বরং ডাব নিয়ে যে আমাকে বোঝামুক্ত করবে তাকে কিছু বখশিশ দিবো।'

কিন্তু পথিকের ডাবের চাহিদা নেই মোটেও। তবু সে বখশিশ পেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেতে পারে কিংবা না-ও খেতে পারে।

উক্ত বখশিশ-ই যৌতুক। এভাবেই পর্দাহীনতার ফসল বেশ্যা ও ভ্রষ্টা চরিত্রা নারীরা যুবসমাজের যৌনতৃষ্ণা পথে-ঘাটে নিবৃত্ত করছে। ফলে অভিভাবকরা কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে যৌতুকের ফাঁদে ফেলে শিকার ধরতে চেষ্টা করছেন।

মেয়ে বিয়ে না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো যুবকদের বিয়ে করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতা। এর পিছনেও পর্দাহীনতার কুফল কার্যকর রয়েছে। সমাজে সব মেয়ে সমান সুন্দরী নয়। মনে করুন, কোনো বর কোনো কনেকে দেখার ইচ্ছা করলো। সে কনের বাড়ির কাছে পথের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। কনে আরও কয়েকটি মেয়ের সাথে খোলামেলাভাবে স্কুল, কলেজ কিংবা পার্ক থেকে ওই পথে এলো। এখন বর দেখতে পেলো, যে কনেটিকে সে দেখতে এসেছে তার চেয়ে রূপে ও স্বাস্থ্য ঢের আকর্ষণীয়া মেয়েরা ঐ কনের দলে রয়েছে। তখন স্বভাবতঃই তার চোখ ও মনকে ঐ কনের প্রতি নিবদ্ধ করতে পারবে না। তাই ঐ কনেকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নিতে পারবে না।

পক্ষান্তরে, ঐ মেয়েটিকেই যদি পর্দানশীন পরিবারের মেয়েদের মতো বাড়িতে একা একা পৃথকভাবে দেখানো হতো, তবে সে অন্য কারো সাথে তাকে তুলনা করার সুযোগ পেতো না। যৌনপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড চাপে সে প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ করে ফেলতো এবং আল্লাহর হুকুম পালন করার পুরস্কারস্বরূপ তাঁর মেহেরবানী এক্ষেত্রে কার্যকর হতো। ফলে মেয়েটির প্রতি সে দুর্বল হয়ে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হতো। এমতাবস্থায় যৌতুকের প্রশ্নই আসতো না বরং সে শরীয়ত মোতাবেক নিজের গাটের টাকা খরচ করে মোহরানা আদায় করতো।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গক্রমে নারী ও পুরুষ চরিত্রের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহলো এই যে, একজন চরিত্রহীন পুরুষ একজন চরিত্রাহীনা মহিলাকে সাময়িক সঙ্গলাভের প্রয়োজনে পছন্দ করে বটে, কিন্তু নিজের সারাজীবনের সঙ্গী স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করে না।

পর্দাহীনতাই কোনো মেয়েকে কোনো পুরুষের কাছাকাছি এনে দেয়। আগুনের সংস্পর্শে এসে যেমন মোম গলে যায় তেমনি বেগানা পুরুষের সংস্পর্শে এসে মেয়েরা চরিত্রহীনা হয়ে পড়ে। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় শহরের শিক্ষিত রুচিবান যুবকরা শহরের মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী না হয়ে গ্রাম-গঞ্জের রক্ষণশীল পরিবারের পর্দানশীন মেয়েদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। তাদের ধারণা, শহুরে সমাজের মেয়েদের চেয়ে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সতীত্বের গ্যারান্টি বেশি। ফলে তারা শহুরে আধুনিকা পর্দাহীনা মেয়েদের সাময়িক মনোরঞ্জনের জন্য পছন্দ করলেও তাদের মতো মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করলে তারা সুখী হবে এমন বিশ্বাস তারা করে না। তাই বয়স ও প্রবৃত্তির অস্থায়ী তাগিদে তাদের দিকে হাত বাড়ায় বটে, কিন্তু বিবেকের তাগিদে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে এবং গ্রামের সম্ভ্রান্ত পর্দানশীন মেয়েদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পুরুষদের স্বভাব হলো সিদ্ধান্তে অটল, আবেগ প্রকাশে কোমল। নারীদের স্বভাব হলো সিদ্ধান্তে কোমল, আবেগ প্রকাশে কঠিন। তাই কোনো পুরুষ একবার কোনো প্রতিজ্ঞা করলে সহজে সে তা ভঙ্গ করে না।

অন্যদিকে সিদ্ধান্তে কোমল স্বভাব হওয়ার কারণে নারীরা প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে, আবেগ প্রকাশে কোমল হওয়ার কারণে একটি পুরুষ কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে সহজেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু নারী আবেগ প্রকাশে কঠিন হওয়ার কারণে নিজের মনের অভিব্যক্তি সহজে প্রকাশ করে না। তাই কোনো অঘটনের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় পুরুষ। আর এ ভূমিকার জন্য প্রেরণা যোগায় নারী। পর্দাহীনতার ফলে নারী যখন পুরুষের নাগালের মধ্যে এসে যায় তখন অগ্রণী পুরুষের অভিব্যক্তির আঘাতে কোমল সিদ্ধান্তের অধিকারিণী নারীরা হঠাৎ দুর্বল হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। অভিজাত চরিত্রবতী নারীও দ্রুত সিদ্ধান্ত পালটে ফেলে খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ধ্বংসের দিকে চলে যায়।

মনে করুন, পর্দার বিষয়টি বিবেচনা না করেই কোনো অভিভাবক কোনো যুবক মাস্টারের কাছে তার যুবতী মেয়েকে লেখাপড়া করতে পাঠালো। দিন যতই যেতে লাগলো তারা একে অপরের প্রতি আসক্ত হতে লাগলো। এক্ষেত্রে প্রথম অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে যুবক মাস্টারের পক্ষ থেকে। যুবতী ছাত্রী নিজের প্রবৃত্তির অনুকূলে কিছু মনে করলেও প্রথমে নিজের মনের কথা প্রকাশ করবে না।

আবার মনে করুন, কোনো যুবক ও যুবতীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ সম্পর্ক ও মেলামেশা ছিল। একসময় তারা উভয়ে নিজেদের অন্যায় বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলো এবং তওবা করে একজনের কাছ থেকে অন্যজন দূরে সরে গেল। ধরুন, দীর্ঘ দশ বছর পরে তারা উভয়ে একস্থানে নির্জনে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলো। এসময় শয়তানের প্ররোচনায় নারী যদি অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে পুরুষকে খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করে তবে পুরুষ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারবে না। তার কোমল সিদ্ধান্তের কারণে সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলে যেতে পারে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দুই শ্রেণীকে দুই রকম স্বভাব-চরিত্র দিয়ে তৈরি করেছেন।

নারীদের সিদ্ধান্তে কোমলতা এটা তাদের দোষ নয়। বিশেষ প্রয়োজনেই এ স্বভাবটা আল্লাহ তাদের মধ্যে দিয়েছেন। এটি প্রকৃত পক্ষে একটি বিশেষ গুণ। এ গুণের কল্যাণেই একটি কনে ভিন্ন পরিবেশের অচেনা-অজানা একটি বরের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়।

কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাবা-মা যদি একজন বয়স্ক লোকের সাথে তাদের কম বয়েসী মেয়েকে বিয়ে দেয়, তবে মেয়ে তার বয়স্ক স্বামীর সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়। কারণ কোমলতার গুণই তাকে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও উৎসাহী করে তোলে। লতা যেমন বৃক্ষের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয় তেমনি এ গুণের কল্যাণে একটি মেয়ে শত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও নিজের স্বামীর সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

নারী চরিত্রের মধ্যে উক্ত গুণটি দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার যথার্থ সুফল পাওয়ার জন্য পর্দার বিধান করে দিয়েছেন। সমাজে কুরআন নির্দেশিত পর্দার বিধান চালু না হলে নারীদের এ গুণটিই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। এভাবে আমরা একে একে কারণ উদ্‌ঘাটন করলে দেখতে পাই যে, দেশে মেয়েদের গায়ে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যার ঘটনা, নারীদের আত্মহত্যার হিড়িক, নারী অপহরণ, বিয়েবিচ্ছেদের হিড়িক–পত্র-পত্রিকায় যা অহরহ দেখছি তার পিছনে কোনো না কোনোভাবে পর্দাহীনতাই দায়ী। পর্দানশীন পরিবারে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা শতকরা একটিও ঘটতে দেখা যায় না।

আর একই কারণে পর্দানশীন পরিবারের মেয়েরা রূপবতী হোক কিংবা না হোক, আইবুড়ো হয়ে অভিভাবকের ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসে থাকে না। যথাসময় তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

সমাজের সর্বত্র আল্লাহর বিধান পর্দাপ্রথা যথাযথভাবে চালু হলে আশা করি কোনো অভিভাবকই কন্যাদায়গ্রস্ত হবেন না। নারীঘটিত নানাবিধ সমস্যাও দূর হয়ে যাবে।

বেপর্দার আরও কিছু কুফল

সন্তান যখন মায়ের পেটে থাকে তখন মায়ের অনেক কিছুই সন্তান পেতে থাকে। এক মা বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি গর্ভবতী থাকা অবস্থায় ভল্লুকের নাচ দেখেছিলেন খুব মনোযোগ সহকারে। তাই তখন তার পেটে যে সন্তান ছিল তার গায়ের রং হয়েছিল কালো এবং ছেলেটাও নাকি নাচতো ভল্লুকের মতো।

এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার গর্ভে (যার স্বামীও ছিল শ্বেতাঙ্গ) কেন কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করলো তার কারণ অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল যে, তার গর্ভাবস্থায় সে একটা ম্যাগাজিন পড়েছিল যে ম্যাগাজিনে এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীর ফটোসহ তার কিছু করুণ কাহিনী লেখা ছিল। ঘটনাটি সে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছে এবং ছবিটাকেও সে দেখেছে খুব মনোনিবেশ সহকারে। ফলে তার গর্ভের সন্তান কালো হয়ে জন্মলাভ করেছে।

www.pathagar.com

উক্ত ধরনের কিছু বাস্তব পরীক্ষিত ঘটনাও আমাদের চোখের সামনে ঘটতে দেখি। দেখি কত ভালো লোকের ঘরে কত দুষ্টপ্রকৃতির সন্তান জন্মায়। এই জাতীয় ঘটনা থেকে বাঁচতে হলেও পর্দার আইন মেনে চলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। আশা করি আমরা আল-কুরআন থেকে পর্দার হেদায়েত গ্রহণ করবো।

পর্দার মূল লক্ষ্য

পর্দার নির্দেশ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য হতে পর্দার মূল লক্ষ্য কী তা আমরা যা বুঝেছি তার সংক্ষিপ্তসার হলো ঃ

নারীকে পুরুষের অনভিপ্রেত আকর্ষণ হতে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। এ কারণেই আল-কুরআনে যুবতীদের চেয়ে বৃদ্ধাদের পর্দার গুরুত্ব কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বৃদ্ধাদের প্রতি কারো আকর্ষণ থাকে না বরং তাদের প্রতি মা, দাদী ও নানীদের মতো শ্রদ্ধাবোধ এমনিতেই এসে যায়।

নারীদের চেহারা-সুরত ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে কর্কশ ও অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে।

পুরুষদের থেকে মেয়েদেরকে যেমন পর্দা করতে বলা হয়েছে অনুরূপভাবে মেয়েদের থেকেও পুরুষদেরকে পর্দা করতে বলা হয়েছে। কারণ কোনো নারীকে দেখে যেমন কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে তেমনি কোনো নারীও কোনো পুরুষকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে।

একজন পুরুষের জন্য কোনো বেগানা নারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ তেমনি একজন নারীর জন্যও আগ্রহ ভরে বেগানা পুরুষকে দেখা পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে সাগ্রহে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে। একজন মহিলার জন্য একজন বেগানা পুরুষের সামনে

www.pathagar.com

বেপর্দা হওয়া যেমন পাপ, নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমের সামনেও বেপর্দা হওয়া তেমনি পাপ।

যেমন আজকাল আমাদের দেশে দেবর, ভাশুর, ভগ্নিপতি, খালাতো, চাচাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইদের সামনে মেয়েরা বেপর্দা হওয়াকে পাপ মনে করে না। প্রকৃত পক্ষে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের সাথে আরও বেশি পর্দা করা উচিত। কারণ এ ধরনের নিকটাত্মীয় গায়ের মুহরিমদের দ্বারা আরও বেশি বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের সমাজে কতিপয় পর্দানশীন পরিবারেও পর্দার মূল লক্ষ্য অনুধাবন করতে না পেরে পর্দার কার্যক্রমে উল্টাপাল্টা করে ফেলেন। অনেক পরিবারের মহিলারা নিজেরা বোরকা পরে পর্দা করে বের হন অথচ তাদের তন্বি যুবতী মেয়েরা তাদেরই সাথে আকর্ষণীয় পোশাকে বেপর্দায় বের হয়। তাদের ভাবখানা এমন যে, যার বয়স যত বেশি সে তত বেশি পর্দা করবে। যে মৃত্যুর যত নিকটবর্তী সে তত বেশি শরীর ঢেকে চলবে। আর যুবতী মেয়েরা মরবে দেরিতে. সুতরাং এত তাড়াতাড়ি তাদের পর্দার প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতপক্ষে ঘরে যদি মাত্র একটি বোরকা থাকতো তবে যুবতী মেয়েটিকেই সেটা পরতে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। আর দু'টি থাকলে দ্বিতীয়টি পরতে হতো তার মাকে। কারণ মায়ের চাইতে মেয়ের রূপ-লাবণ্য বেশি হওয়ারই কথা। তাই যুবতী মেয়েকেই সর্বাগ্রে বেগানা পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি হতে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

একই কারণে কোনো রোগে বা দুর্ঘটনায় কোনো মহিলা নিজের রূপ-লাবণ্য হারিয়ে ফেললে তার পর্দার গুরুত্বও কমে যায়। যে মহিলার শারীরিক অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তার দিকে যুবক-বৃদ্ধ কেউ ফিরে তাকায় না তার পর্দারও প্রয়োজন থাকে না। মোটকথা, পর্দার মূল লক্ষ্য হলো পুরুষদের আদিম প্রবৃত্তি হতে নারীদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা। এ লক্ষ্য ঠিক রেখেই পর্দা করতে হবে। তবেই পর্দার সুফল পাওয়া যাবে।

পর্দাহীনতাই জেনা সংঘটনের মূল কারণ। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জেনাকারীর জন্য কি শাস্তি বিধান করেছেন তা জানতে পারলে পর্দার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

www.pathagar.com

জেনার শাস্তির নির্দেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ * اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . وَلَاتَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অনুবাদ ঃ এটা একটি সূরা। এটা আমি নাযিল করেছি এবং এর হুকুমকে আমি ফরয করে দিয়েছি। এতে আমার স্পষ্ট প্রকাশ্য আইনসমূহ নাযিল করেছি যেন তোমরা এর থেকে নসীহত গ্রহণ করতে পারো। ব্যভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষলোক উভয়কেই ১০০টি দোররা মারো। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন কোনো প্রকার দয়ার ভাব উদ্রেক না হয় যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর তাদের শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের থেকে একদল লোক সেখানে উপস্থিত রাখো।

শব্দার্থ ঃ سُوْرَةٌ – এটা একটি সূরা। اَنْزَلْنٰهَا – এটা আমি নাযিল করেছি (এখানে هَا – ইহা বা এটা)। وَ – এবং। فَرَضْنٰهَا – আমি উহা ফরয করে দিয়েছি। وَ – এবং। اَنْزَلْنَا – আমি নাযিল করেছি। فِيْهَا – এর মধ্যে। اٰيٰتٍ – আয়াত। بَيِّنٰتٍ – স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হেদায়াত বা আইন-কানুনসমূহ। لَعَلَّكُمْ – যেন তোমরা। تَذَكَّرُوْنَ তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে। اَلزَّانِيَةُ – ব্যভিচারী মেয়েলোক। وَالزَّانِىْ – এবং ব্যভিচারী পুরুষ। فَاجْلِدُوْا – দোররা বা চাবুক মারো। كُلَّ –

www.pathagar.com

প্রত্যেক। وَاحِدَةٍ – ব্যক্তিকে। وَاحِدٍ – এক (এখানে وَاحِدٌ অর্থ 'ব্যক্তি')। مِنْهُمَا – ওদের দুইজনকেই। جَلْدَةٍ – দোররা বা চাবুক মারো। مِائَةَ – একশত। لَاتَاخُذْ – মনে গ্রহণ করো না। بِهِمَا – তাদের দুইজনের। رَأْفَةٌ – দয়া-মায়ার ভাব। فِيْدِيْنِ اللّٰهِ – আল্লাহর ফৌজদারী আইনের মধ্যে (এখানে دِيْن অর্থ ফৌজদারী আইন)। إِنْ – যদি। كُنْتُمْ – তোমরা হও। تُؤْمِنُوْنَ – বিশ্বাসী। بِاللّٰهِ – আল্লাহর প্রতি। وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – এবং পরকালের প্রতি। وَلْيَشْهَدْ – এবং দেখানোর জন্য উপস্থিত রাখো। عَذَابَهُمَا – তাদের দুইজনের শাস্তি। طَائِفَةٌ – একদল লোক। مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ – ঈমানদার লোকদের (অর্থাৎ শাস্তি দেয়ার সময় ঈমানদার লোকদের একদল লোকের সামনে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হলে অন্যরা সাবধানতা অবলম্বন করবে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ সূরার প্রথমেই খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা নিছক কোনো উপদেশবাণীই নয় যা গুরুত্বহীনভাবে শুধুমাত্র একটা উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করলেই চলবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রথম কথাই বলা হয়েছে যে, এটা আমার পাঠানো নির্দেশ যা আমি অবশ্য পালনীয় একটা আইন হিসেবে নাযিল করেছি যা মানা একেবারে ফরয করে দিয়েছি।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কথাটা জোর দিয়ে বলার পরই একটা ফৌজদারী আইনের কথা বলা হলো যা মুসলিম সমাজকে মানতে হবে একেবারে কিয়ামত পর্যন্ত যার আর কোনো রদবদলের সুযোগ নেই। সে আইনটা হলো ব্যভিচারের শাস্তি। যা এমনভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যার মধ্যে অস্পষ্টতার কোনো নাম-গন্ধও নেই। আর বলা হয়েছে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে। এভাবে স্পষ্ট করে বলার অর্থ হলো যেন কিয়ামতের বিচারের দিন মানুষ একথা বলতে না পারে যে—'হে,আল্লাহ! তোমার আইন আমরা বুঝতে পারিনি।'

www.pathagar.com

যেহেতু এ বিষয়টির বহু আইনগত, নৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে তাই এর কিছুটা ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। তাই এখানে সংক্ষেপে খোদায়ী আইনের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো। যথা ঃ

১. 'জেনা' কাকে বলে তা মনে হয় নতুন করে বুঝানোর প্রয়োজন হবে না। তবু সংক্ষেপে এর সংজ্ঞা বলছি। বিয়ে ছাড়াই একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌনমিলনকে 'জেনা' বলে। কিন্তু কোনো বিবাহিত দম্পতির যৌনমিলনের নাম 'জেনা' নয়।

জেনা ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমাহীন জঘন্য অপরাধ। নর ও নারীর যে যৌনমিলন তার মাধ্যমে লাভ হয় সন্তান। এ সন্তানের দায়-দায়িত্ব কোনো পুরুষই গ্রহণ করবে না যদি কোনো সুনির্দিষ্ট বৈবাহিক সূত্রে গঠিত কোনো দম্পতির সন্তান না হয়। আর যেহেতু মানব সন্তানকে বহুদিন পর্যন্ত লালন-পালন না করলে সে এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারে না তাই তার মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য শুধু মায়ের দুধই যথেষ্ট নয়। তার লেখাপড়ার ব্যয়ভার, চিকিৎসা, ঘর-বাড়ি ইত্যাদিরও প্রয়োজন রয়েছে যা না হলে মানুষ এ পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিতই হতে পারে না। সুতরাং সন্তানের ভার বহন একা মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই প্রয়োজন একটা শিশুর ভার বহনের দায়িত্বের একটা অংশ মাতাকে গ্রহণ করার এবং আরেকটা অংশ পিতাকে গ্রহণ করার। এ কারণেই প্রয়োজন মানুষের যৌনাচারকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাই আল্লাহর ব্যবস্থা হলো বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন যাপন করা এবং কঠোর হস্তে অবৈধ যৌনাচার বন্ধ করা।

২. জেনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে যদিও কোনো মতভেদ নেই তবু এর শাস্তির ব্যাপারে কিছু কিছু মতভেদ আছে। যেমন প্রশ্ন তোলা হয়েছে, জেনার ব্যাপারে কোন অবস্থায় গুরুত্ব কেমন? যেমন– ক) অবিবাহিত ও অবিবাহিতার মধ্যে জেনা। খ) বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে জেনা। গ) গোলাম ও দাসীর মধ্যে জেনা। ঘ) দাস বা দাসী বনাম স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে জেনা। ঙ) কোনো স্ত্রীজাতীয় পশুর সাথে যৌনাচার।

www.pathagar.com

এর কোনটার জন্য কি শাস্তি হবে–এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। তবে শাস্তি মাফ করে দেয়ার পক্ষে কেউই নন। কেউ শাস্তির কঠোরতা সর্বস্থানেই সমান হওয়ার কথা বলেছেন, আর কেউ বিশেষ ক্ষেত্রে কারো কারো শাস্তি কিছুটা কম করার কথা বলেছেন। যেমন বাঁদী-দাসীদের জেনার শাস্তি কিছুটা হ্রাস করার কথা বলেছেন। কারণ তারা হয়ত অনেক সময় নিজে সৎ থাকতে চাইলেও থাকতে পারে না, মনিবগণ তাদেরকে বাধ্য করায় বদ কাজে লিপ্ত হতে। এজন্য কেউ কেউ তাদের বেলায় শাস্তি কিছুটা লাঘব করার কথা বলেছেন। তবে শাস্তি একেবারে মাফ পাবে না কেউ-ই।

আল-কুরআনে যে পাঁচটি ফৌজদারী অন্যায়ের জন্য সরাসরি শাস্তির বিধান ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে জেনা অন্যতম। এই জেনা থেকে সমাজকে বাঁচতে হলে পর্দার আশ্রয় নিতেই হবে।

তাই আসুন, অত্র দারস্ থেকে আমরা আল্লাহর দেয়া পর্দার বিধানকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলে সমাজ ও জাতিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করি। যে ৫টি গুনাহর শাস্তি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার কোনো রদবদল করা যাবে না তা হচ্ছে–

১. জেনা। ২. জেনার মিথ্যা অপবাদ দেয়া। ৩. চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই ইত্যাদি। ৪. কিসাস বা জানের বদলে জান। ৫. মদ্য পান। এগুলোর শাস্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরয়ী পর্দা (গায়ের মুহরিম পুরুষ)

যাদের সঙ্গে পর্দা করে চলতে হবে না তারা হচ্ছে নিম্নের ব্যক্তিগণ ঃ

১. স্বামী। ২. পিতা। ৩. শ্বশুর। ৪. নিজের ছেলে। ৫. স্বামীর অন্য পক্ষের ছেলে অর্থাৎ যাদের সৎমা। ৬. আপন ভাই, সৎভাই ও দুধভাই। ৭. ভাইপো–যে ভাইযের সাথে পর্দা করতে হবে না তার ছেলের সাথেও পর্দা করতে হবে না। ৮. বোনের ছেলে। ৯. পর্দানশীন মেয়ে–কিন্তু যারা বেপর্দা নারী তাদেরকে পুরুষের মতো মনে করতে হবে এবং তাদের সাথেও পর্দা করতে হবে। ১০. তাদের কেনা গোলাম (যাদের ব্যাপারে মনের মধ্যে কোনো কুচিন্তা আসে না)। ১১. অতি বৃদ্ধ, বদ্ধ পাগল, নির্বোধ ও বধির। ১২. অল্প বয়সের ছেলেরা–যাদের মধ্যে নারী-পুরুষের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি হয়নি। ১৩. মামা এবং ১৪. চাচা।

মামা ও চাচার সামনে গয়নাগাটি পরে সাজসজ্জা করে যাওয়াকে কেন নিষেধ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা পূর্বে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আর যত ধরনের পুরুষ আছে তাদের সকলের সাথে পর্দা করে চলতে হবে।

তবে পর্দার ধরনটা কেমন হবে তা ক্রমান্বয়ে বলা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। পর্দার ব্যাপারে এটা পরিষ্কার যে, পুরুষের চেয়ে নারীদের ব্যাপারে পর্দার দাবি আল্লাহর নিকট অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি।

নিকটতম মুহরিম পুরুষ

আমাদের দেশে ইসলাম যেহেতু বিপ্লবের মাধ্যমে আসেনি তাই অনেক হিন্দুয়ানী প্রথা আমাদের সমাজে চালু আছে। কারণ এদেশটা ছিল পূর্বে হিন্দুদের দেশ। ফলে এদেশের মুসলমান যারা বেপর্দাপ্রথায় অভ্যস্ত ছিল সে অবস্থা থেকে পর্দাপ্রথায় আনা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং যাদের মধ্যে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌ভীতি আছে তাদের উচিত সব ধরনের হিন্দুয়ানী চালচলন থেকে সমাজকে উদ্ধার করা। এতে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে প্রথম অবস্থায় মনোমালিন্য ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। তবে তাদেরকে বিনম্রভাবে বুঝাতে হবে যে, আমরা যেহেতু পরকালে বিশ্বাসী তাই আমাদের কুরআনের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলাই উত্তম।

আমাদের নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে–১. চাচাতো ভাই, ২. ফুফাতো ভাই, ৩. মামাতো ভাই, ৪. খালাতো ভাই এবং ৫. নিকট প্রতিবেশী ভাই–এদেরকে সমাজে একেবারে মুহরিম পুরুষের মতোই মনে করা হয়। কারণ এরা সবাই ছোটকালের খেলার সাথী। তাই একটু বড় হলেই যদি বলা হয় যে, ওদের সাথে আর দেখা কোর না, তবে অল্প বয়সের মেয়েদের দিয়ে তা মানানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তবু উপায় নেই। তাদের বুঝাতে হবে যে, এটা আল্লাহর নির্দেশ।

সহ-শিক্ষার কারণে পড়ার সাথী এবং নিকট প্রতিবেশী হওয়ার কারণে খেলার সাথী এবং নিকট সম্পর্কের চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই–এদের সাথে পর্দা না করতে দিলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে তা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম

১–৩. মা, সৎমা, দুধমা–আড়াই বছর বয়সের পূর্বে যদি কোনো নারীর দুধ কেউ পান করে থাকে সে নারী দুধমা'র মধ্যে গণ্য হবে। তার ছেলে দুধভাই এবং তার মেয়ে দুধবোন হবে। পিতা কোনো মহিলার সাথে যদি অবৈধ প্রেম করে থাকে কিংবা অবৈধ কোনো আচরণ করে থাকে তবে সেই মহিলাকেও বিয়ে করা হারাম এবং যদি কোনো মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে পিতা তাকে দেখে থাকে এই নিয়তে যে, সে কয়েক দিন পরেই আমার স্ত্রী হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে হয়নি, তবে সেই মহিলাকেও তার ছেলের জন্য বিয়ে করা হারাম।

৪–৬. বোন, সৎবোন, দুধবোন।

৭–৯. খালা, ফুপু, দাদী ও নানী এবং দাদীর মা যত উর্ধ্বে হোক।

১০–১২, ফুপুশাশুড়ী, দাদীশাশুড়ী ও তার মা যত উর্ধ্বে হোক।

www.pathagar.com

১৩. ভাইয়ের মেয়ে, তার মেয়ে যত নিচের-ই হোক।

১৪. বোনের মেয়ে, তার মেয়ে যত নিচের-ই হোক।

এছাড়া স্ত্রী বেঁচে থাকা অবস্থায় অথবা বৈবাহিক বন্ধনে থাকা অবস্থায় তার বোন, তার ফুপু, তার খালা এবং স্ত্রী যদি একজন পুরুষ লোক হতো তাহলে তার জন্য যেসব নারী বিয়ে করা হারাম হতো এই ধরনের কোনো মেয়েকেই স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিয়ে করা যাবে না অর্থাৎ এমন দুইজন নারীকে একসঙ্গে বিয়ে করা যাবে না যাদের যেকোনো একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ হলে তাদের উভয়ের মধ্যে বিয়ে হারাম হতো। এমনিভাবে দু'বোনকে কেউ একই সঙ্গে বিয়ে করতে পারে না।

বিয়ের বেলায় কুফু

'কুফু' অর্থ 'সমকক্ষতা'। বিয়ের বেলায় যদিও মুসলমানে মুসলমানে বিয়ে হতে পারে তবু 'কুফু' বা সমকক্ষতা দেখা উচিত। সমকক্ষতা অর্থাৎ স্বামী যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন তার স্ত্রীকেও ঐ একই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন (তা কিছুটা কম হলেও) হওয়া উচিত।

ধরুন, একজন তাঁতে কাপড় বোনার কাজ করে, কিন্তু খুব উন্নত চরিত্রের ভালো মুসলমান। তার সঙ্গে আরেকজন মুসলমান মেয়ের বিয়ে হবে এতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। তবে এমন ক্ষেত্রে ঐ তাঁতীকে তার স্ত্রী কোনো কাজেই সাহায্য করতে পারবে না। কারণ স্ত্রী তার বাবার বাড়ি থেকে তাঁতে কাপড় বোনা কোনোদিন দেখেওনি, শেখেওনি। তাই তার স্ত্রী যদি এমন হয় যে, সে স্বামীর কাজে সাহায্য করতে পারে তাহলে তার স্বামী অনেকগুণ বেশি উপকৃত হতে পারবে। এই কারণেই সমকক্ষতা দেখা উচিত।

ঠিক তেমন-ই একজন ডাক্তারের স্ত্রী যদি একজন ডাক্তার হয় তবে একে অন্যের কাজ সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু কোনো তাঁতীর ঘরের মেয়ে যদি ডাক্তার হয় আর সৈয়দের ঘরের ছেলেও যদি ডাক্তার হয় তবে উভয়ের মধ্যে বিয়ে 'কুফু' হবে। এখানে বংশ বড় নয়, বড় হচ্ছে তাদের ঈমান ও যোগ্যতার সমকক্ষতা।

www.pathagar.com

কিন্তু সৈয়দের মেয়েকে সৈয়দের ছেলে না হলে বিয়ে দেয়া যাবে না– এই অনুভূতিটা হিন্দুদের সমাজ থেকে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকেছে। তাদের ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বিয়ে, শূদ্রে শূদ্রে বিয়ে, এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। কিন্তু ইসলামের বেলায় তা নয়। আজই যদি মেথরের ছেলে মুসলমান হয় এবং শিক্ষিত ও ভালো ঈমানদার হয় তবে একজন পীর সাহেবও তাকে মেয়ে দিতে পারেন। এতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। তবে স্বামী-স্ত্রী সমযোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া উচিত।

পর্দা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা

১. আল-কুরআনে যাদের সঙ্গে পর্দা করতে বলা হয়ছে তাদের সঙ্গে পর্দা করতেই হবে।

২. যারা মুহরিম পুরুষ অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদেরও কারো কারো সঙ্গে যদি পর্দা করে চলে তবে তা ভালো। তবে হুকুম নাই। তবু তাকওয়ার জন্য তা ভালো। যেমন–

ক) যেসব মেয়েদের এখনও পর্দার বয়স হয়নি তাদেরকেও পর্দা করে চলার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য বা পর্দা করতে শিখানোর জন্য ছোট অবস্থায়-ই পর্দা করে চলা।

খ) বৃদ্ধ বয়সের কাজের লোকদের সঙ্গে পর্দা করা।

গ) লজ্জার বশবর্তী হয়ে আপন লোক (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) তাদের সাথে পর্দা করা।

ঘ) সৎপুত্রদের সঙ্গে পর্দা করে চলা। এসব ক্ষেত্রে পর্দার যদিও হুকুম নাই তবে যদি কেউ পর্দা করে চলে তা জায়েয আছে। এমনকি বৃদ্ধা বয়সীরাও (যাদের পর্দা করে চলার বয়স নেই) তারাও যদি পর্দা করে চলে তবে সেটাও জায়েয।

ছোটদের পর্দা

যাদের নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার মতো বোধশক্তি সৃষ্টি হয়নি তাদের সঙ্গে পর্দার প্রয়োজন নেই। তবে আজকাল খবরের কাগজে যেসব খবর বের হচ্ছে তাতে দেখা যায় ছোটরা আর ছোট নেই। খুব অল্প

www.pathagar.com

বয়সে সন্তান হওয়ার খবর এবং খুব ছোট মেয়েদেরকেও ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে।

উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছোট মেয়েদেরও পর্দা করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে ৯ বছরের মেয়েও 'মা' হয়ে পড়তেছে। তবে যদি একেবারেই শিশু হয় তাহলে তাদের কথা আলাদা। তাদের পর্দার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু অপরিপক্ব বয়সের মেয়েদের সন্তান হওয়া ও ধর্ষণ করার যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে তার প্রেক্ষিতে তাদের শরয়ী পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বেই পর্দা করা সময়ের দাবিতে ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। না হলে যেকোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

সহ-শিক্ষা

যে বিষয়ে একবার বলেছি সে বিষয়ে পুনর্বারও কিছু জরুরি কথা না বলে পারছি না। যারা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে চান তাদের উচিত মহিলা কলেজে মেয়েদেরকে ভর্তি করা। সেইসাথে পিতা-মাতা অথবা বড় ভাই কেউ সঙ্গেকরে কলেজে দিয়ে আসা এবং ফেরার সময় সঙ্গেকরে নিয়ে আসা। না হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন কিছুদিন পূর্বে একটা ঘটনা শুনলাম ঃ

একজন দ্বীনদার লোকের এক কলেজছাত্রী মেয়ের তার পিতা-মাতার অগোচরে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয পন্থায়ই বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে দিনের বেলায় কলেজ টাইমে তার স্বামীর বাড়িতে যাতায়াতও করে, কিন্তু তাদের বিয়ের বয়স প্রায় দেড় বছর হয়ে যাওয়ার পরও মেয়ের পিতা-মাতা এখনও খবর পায়নি যে, তাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

এখন বলুন, তার আত্মীয়-স্বজন যখন জানে যে তার বিয়ে হয়নি এমতাবস্থায় যদি ঐ মেয়ে সন্তানসম্ভাবা হয়ে পড়ে তাহলে লোকে কি খোঁজ নিতে যাবে যে, কবে তার বিয়ে হয়েছে? তার সম্মানিত পিতা-মাতার অবস্থা তখন কি দাঁড়াবে? এজন্যই মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে তাকে কলেজে দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসার মতো ব্যবস্থা থাকতে হবে। না হলে উচ্চশিক্ষায় লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশি।

www.pathagar.com

খাস করে বর্তমান যুগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির যা অবস্থা তাতে একই সঙ্গে দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যথা ঃ

১. মহিলা কলেজে ভর্তি করে প্রতিদিন দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসা।

২. ইসলামী ছাত্রী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া যেন শয়তান ভিতর ও বাইরের উভয় দরজাই বন্ধ অবস্থায় পায়।

পর্দার শরয়ী নির্দেশ

১. যদিও বোরকা পরে মেয়েদের বাইরে যাওয়া জায়েয, তবু যেখানে পুরুষের আনাগোনা বেশি সেখানে বোরকা পরে যাওয়াও নিষেধ।

২. বোরকা পরিহিতা অবস্থায়ও একা একা চলাফেরা করাও অনুচিত। এতেও দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে।

৩. বোরকা পরা অবস্থায় যদিও বাইরে যাওয়ার ছাড়পত্র আছে, তবু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়া ঠিক নয়।

৪. যতটুকু দেখে মানুষ চেনা যায় না ততটুকু ঢেকে রেখেই অর্থাৎ দু'টি চোখ ছাড়া চেহারার পুরোটাই ঢেকে রাখা উচিত। মুখমণ্ডল খুলে রাখার ব্যাপারে যদিও শরীয়তে কিছুটা ছাড়পত্র আছে, কারণ পুরো মুখমণ্ডল পর্দার বাইরের অংশ অর্থাৎ মুখমণ্ডল ছতর নয়। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের মাসআলা কখনো কখনো কড়াকড়ি করার নিয়ম আছে।

৫. পর্দার সঙ্গে মহিলাদের বাজারে যাওয়াও জায়েয আছে, তবে একা একা বাজারে যাওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

৬. পর্দার সঙ্গে পুরুষের ওয়াজ নসীহত শোনাও জায়েয।

৭. পর্দার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়াও জায়েয।

৮. পুরুষ লোক থাকা অবস্থায় মেয়েদের বোরকা পরেও বাজারে যাওয়া উচিত নয়।

ডাক্তারের সঙ্গে পর্দা

১. একান্ত ঠেকে গেলে অর্থাৎ যেখানে জীবন যাওয়ার আশংকা রয়েছে সেখানে মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে পারে এবং তার নিকট থেকে চিকিৎসা নিতে পারে।

www.pathagar.com

২. প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর অপারেশন করতে পারে, তা যেকোনো অঙ্গেরই হোক না কেন। তবে বর্তমানে একটু খোঁজ করলেই মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার পাওয়া অসম্ভব নয়।

৩. যদি মহিলা ডাক্তার একান্তই না মেলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর যেকোনো অংশ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে।

৪. জেনার সাক্ষ্য-প্রমাণ নেয়ার জন্য মহিলাদের দ্বারা জেনাকারিণী নারীর গুপ্তাঙ্গ দেখানো যেতে পারে, এখানে পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন নেই, মহিলা সাক্ষীই যথেষ্ট।

৫. সাক্ষীর প্রয়োজনে দুগ্ধবতী নারীর স্তন কোনো মহিলা সাক্ষীকে দেখানো যাবে।

৬. প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে বেগানা পুরুষের সঙ্গে শরয়ী কথা বলা যাবে। তবে তাকে পুরুষের সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলতে হবে যেন কথাবার্তার মধ্যে প্রেমের কোনো আবেগ বা আবেদন না থাকে। অর্থাৎ কারো নিকট থেকে জরুরি কোনো খবর শোনা যাবে এবং জরুরি কোনো খবর বলা যাবে। তবে তা শুনতে ও বলতে হবে পর্দার আড়াল থেকে।

ফেরিওয়ালাদের নিকট থেকে কেনাকাটা করা

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় ফেরিওয়ালারা বিভিন্ন জিনিস ফেরি করে বিক্রয় করে। আর খরিদ্দার হচ্ছে একচেটিয়া মহিলারা।

এমনও দেখা যায়, যারা সেইসব লোকের সঙ্গে পর্দা করে চলে যাদের দ্বারা কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটার কোনো সামান্যতমও আশংকা নেই অথচ ফেরিওয়ালাদের সাথে তারাই দিব্যি বেপর্দায় কথাবার্তা বলে এবং তাদের নিকট থেকে কেনাকাটা করে। এটা একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে গেছে। এ ব্যাধি দূর করার জন্য সচেতন মুসলমানদের এখনই হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। এর কুফল নানাবিধ। যথা ঃ

১. শরয়ী পর্দার খেলাফ।

২. ফেরিওয়ালা বেপর্দা কোনো মহিলা হলেও সে পুরুষের সমান। কাজেই তার সাথেও পর্দা করতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে।

www.pathagar.com

৩. এসব কেনা-বেচার মাধ্যমে অনেক সময় ডাকাতরাও তাদের ডাকাতি করার সুযোগ সন্ধান করে বেড়ায়।

৪. ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কেনাকাটায় ঠকার ভাগ অনেক গুণ বেশি।

৫. ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করার মাধ্যমে বেপর্দার এমন অভ্যাস তৈরি হয় যা পরে আর ত্যাগ করানো কঠিন হয়ে পড়ে।

৬. বিভিন্ন ধরনের গুপ্তঘাতকরাও ফেরিওয়ালা সাজে।

৭. অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিক্ষুকদেরও বাড়ির গেটের বাইরে রেখে ভিক্ষা দেয়া উচিত। কারণ ভিক্ষুকবেশেও অনেকে ডাকাতি করতে বা ডাকাতির জন্য সুযোগ-সুবিধা দেখতে আসে। সব ভিক্ষুক-ই ভিক্ষুক নয়। এদের মধ্যে অনেক প্রতারকও থাকে। কাজেই সময়ের এবং অবস্থার দাবি অনুযায়ী ভিক্ষুক ও ফেরিওয়ালাদের যমের মতো ভয় করা উচিত।

৮. অনেক সময় ছেলেধরারাও ভিক্ষুক ও ফেরিওয়ালার বেশে আসে। সুতরাং ভদ্র পরিবারের সরল মেয়েদের অনেক দিক থেকেই এরা সর্বনাশ ঘটাতে পারে। কাজেই এদের থেকে সাবধান থাকা উচিত।

কোনো কিছু কেনার দরকার হলে পুরুষদের দ্বারা কেনানো উচিত। আর ছোট ছেলে-মেয়েদের দিয়ে ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে হলেও বড়দের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তারা শুধু ভিক্ষাই নিতে আসে, না আর কোনো উদ্দেশ্যে আসে।

যাদের থেকে পর্দা না করলেও চলে

১. যারা সম্পূর্ণ নির্বোধ বা বধির, যাদের কোন বোধশোধ নেই।

২. যাদের (ছোটদের) মধ্যে নারী ও পুরুষের পার্থক্যবোধ এখনো সৃষ্টি হয়নি।

৩. যারা এমন বৃদ্ধ যে, তাদের যৌনচেতনা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে, তাদের কোনো নারীর প্রতিই আর আসক্তি নেই এমনকি নিজের স্ত্রীকেও আসক্তির নজরে দেখার মতো মন-মানসিকতা যাদের শেষ হয়ে গেছে।

তবে বৃদ্ধদের মধ্যে কার কামশক্তি শেষ হয়ে গেছে আর কার শেষ হয়নি তা যখন বুঝা যায় না তখন উচিত বৃদ্ধদের থেকেও পর্দা করে চলা।

www.pathagar.com

৪. আর যারা নপুংসক বা পুরুষ নয়, নারী-ও নয় অর্থাৎ যারা সমাজে 'হিজড়া' নামে খ্যাত। তবে এদের ব্যাপারে সব তাফসীরকারক একমত নন।

৫. কোনো কোনো মুফাসসির লিঙ্গ কর্তিত ও খাসি করা পুরুষদেরকেও নপুংসকের মধ্যে সামিল করেছেন।

৬. বেগানা পুরুষ চাকর দিয়ে অনেক সময় মেয়েদের তরকারি কোটা এবং হলুদ-মরিচ বাটার কাজও করতে দেখা যায় এবং ঐসব চাকর পুরুষদেরকে কেউই বেগানা মনে করে না। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ অনাচার। এটা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত।

যে বেপর্দা আল্লাহ মাফ করবেন

১. কোনো পর্দানশীন স্ত্রীলোক যদি রিকশায় বা গাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎ পায়ের কিছুটা অংশ বেরিয়ে যায় তবে সেটা যেহেতু সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত তাই আল্লাহ তা মাফ করবেন।

২. মাথা ঢেকে পথ চলার সময় যদি বাতাসে হঠাৎ তার মাথার কাপড়টা একটু সরে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে যদি কাপড়টা টেনে আবার মাথাটা ঢেকে দেয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটু কাপড় সরে যাওয়ার কোনো গুনাহ হবে না।

৩. পথ চলতে চলতে যদি হঠাৎ কোনো পুরুষ বা নারীর কোনো পুরুষ বা নারীর দিকে নজর পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে যদি নজর সরিয়ে নিয়ে আসে তবে তাতে তার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে চেয়েই থাকে তবে অবশ্যই গুনাহ হবে।

পর্দার ব্যাপারে যাদের যমের ন্যায় ভয় করতে হবে

১. নিজের ভগ্নিপতি। ২. স্বামীর ভগ্নিপতি। ৩. দেবর ও ভাশুর এবং ৪. নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যারা বেগানা পুরুষ। কারণ তাদের ব্যাপারে পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই থাকে বেখেয়াল এবং এতে তারা প্রশ্রয়

www.pathagar.com

পায় শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষ থেকেও এবং পিতা-মাতার পক্ষ থেকেও। কাজেই এসব ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে বেশি।

কিন্তু এটা বর্তমান সমাজে মেনে চলা এত কঠিন যেমন মুশলধারে যখন বৃষ্টি নামতে থাকে তখন ছাতা মাথায় দিয়েও বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচা মুশকিল। কারণ এ ব্যাপারে সমাজে যে হিন্দুয়ানী রেওয়াজ চালু হয়ে রয়েছে তার মধ্যে কোনো বাধার সৃষ্টি করলে যেমন পারিবারিক অশান্তির দারুণ ভয় রয়েছে তেমনি আত্মীয়তায় ফাটল ধরার বা আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যাওয়ারও আশংকা রয়েছে। এজন্যই এটাকে বলেছি যমের মতো ভয় করতে। কারণ আযরাইল যখন আসে তখন কারোরই কোনো বাধা সে মানে না।

ঠিক তদ্রূপ উপরোক্ত ক্ষেত্রে যদি কোনো অঘটন ঘটে তবে তা কোনো ব্যক্তিই ঠেকাতে পারে না। তবে এর মধ্যে মারাত্মক ভয় রয়েছে ভগ্নিপতি এবং স্বামীর ভগ্নিপতির মধ্যে।

গৃহশিক্ষক থেকে পর্দা

এ কথা না বললেও চলতো যে, গৃহশিক্ষক আর ছাত্রী যুবক-যুবতী হলে কত যে দুর্ঘটনা ঘটে তা আমাদের কারোরই অজানা নেই। মেয়েদের গৃহশিক্ষক অবশ্যই মহিলা হওয়া অথবা বৃদ্ধলোক হওয়া উচিত। গৃহশিক্ষককে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত সে আর বেগানা থাকে না।

ধর্মাত্মীয়

ধর্মাত্মীয়তা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী। কারণ আমার জীবনেই আমি দেখেছি ধর্মমাকে বিয়ে করতে। আর ইসলামে তা নাজায়েযও নয়। তাই ধর্মভাই, ধর্মপুত্র, ধর্মচাচা, ধর্মমামা এরাও যমের সমতুল্য। সুতরাং ধর্মাত্মীয়তা থেকেও দূরে থাকা উচিত।

www.pathagar.com

নারীদের মসজিদে নামায আদায়

রাসূল (সা)-এর জমানায় নারীরা মসজিদে গিয়ে পুরুষদের পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে জামায়াতে নামায আদায় করতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় তিনি নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করে দিলেন। এ ঘটনায় খোদ হযরত ওমর (রা)-এর স্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন—'আল্লাহর রাসূল (সা) নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন সে অধিকার আপনি কী করে ছিনিয়ে নিতে পারেন?'

তিনি হযরত ওমর (রা)-এর কথা উপেক্ষা করে মসজিদে গিয়ে জামায়াতে সামিলও হয়েছেন। পরে একটা ঘটনার পর তিনিই তাঁর স্বামীকে বললেন—'আপনি নিষেধ করে দেন যেন কোনো মহিলা জামায়াতে নামায পড়তে আর না যায়।'

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর নিকট গিয়ে কিছু ধার্মিকা পুণ্যবতী নারী গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, হযরত ওমর (রা) কেন মসজিদে মহিলাদের যেতে নিষেধ করলেন?

তাঁদের অভিযোগের জবাবে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বললেন—'বর্তমানে যে ফ্যাতনা ছড়িয়ে পড়েছে যা হযরত ওমর (রা) দেখছেন তা যদি রাসূল (সা) দেখতেন তবে তিনিও মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করে দিতেন।' (বাহরুর রায়েক, তাহ্তাবী, গায়াতুল আওরাত কিতাব দ্রষ্টব্য।)

রাসূল (সা)-এর জমানা এমন ছিল যে, তিনি মদিনা থেকে বলেছিলেন—'আজ এখান থেকে দক্ষিণে হাজরা মাউত পর্যন্ত যদি কোনো সুন্দরী যুবতী নারী গা-ভর্তি বহু মূল্যবান জেওর-গয়না নিয়ে একা একা পায়ে হেঁটে যার তবু তার দিকে ফিরে তাকানোর মতো কোনো বদলোক এ আরবজাহানে আর নেই।'

উক্ত অবস্থায় মসজিদে নারীদের জামায়াতে নামায পড়া জায়েয ছিল। কিন্ত সেই জমানা বেশি দিন থাকেনি। এ কারণেই পরবর্তী আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, এখন থেকে আর কোনো নারী জামায়াতে নামায পড়তেও মসজিদে যাবে না। এ বিষয়ে ওলামায়ে মুতায়াখিরীন সবাই একমত। তবে যদি কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে তাহলে নারীরাও মসজিদে যেতে পারে। যদিও না যাওয়াই উচিত।

www.pathagar.com

নারীদের কেটে ফেলা চুল অন্য পুরুষের দেখা

দুররুল মুখতার ও ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে আছে, মেয়েদের মাথা থেকে লম্বা চুল কোনো কারণবশতঃ কেটে ফেললে সেই চুল কিংবা তাদের হাতের ভাঙ্গা চুরিও অন্য পুরুষের দেখা নিষেধ। কারণ তাতেও তারা (বদলোকেরা) মনে মনে ঐসব নারীদের ব্যাপারে কুচিন্তা আসতে পারে যাদের মাথার চুল বা ভাঙ্গা চুরি দেখলো।

এমনকি মেয়েদের জামা ও শাড়িও এমন স্থানে শুকাতে দেয়া উচিত নয় যেখানে বেগানা পুরুষের নজর যায়।

ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে এ কথাও আছে যে, মেয়েদের যেকোনো কেটে ফেলা অঙ্গ কোনো পরপুরুষের দেখা বা দেখানো নিষিদ্ধ।

মেয়েদের সঙ্গে সালাম আদান-প্রদান

সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপারে মেয়েরা পুরুষদের মতো সালাম প্রদান করতে পারবে। তবে এই সালামের হুকুম শুধু নিজ আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত নিকটজনদের সঙ্গেই হতে হবে।

মা–ছেলে, পিতা-মেয়ে, খালা-খালু, ফুপা-ফুপু, চাচা-চাচী, মামা-মামী, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ইত্যাদি নিকটতম লোকদের সঙ্গেও সালাম আদান-প্রদানের অভ্যাস করা ভালো।

কিন্তু কোনো গায়ের মুহরিম পুরুষ যদি কোনো অপরিচিত গায়ের মুহরিম মহিলাকে সালাম দেয়, তবে সে মহিলা তার সালামের জবাব দিবে না। এতে পুরুষের সালাম দেয়াটাই বৃথা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তবে কোনো কাজ উপলক্ষে যদি কোনো দায়িত্বশীল নারীর সঙ্গে আপনি দেখা করতে যান, তবে তাঁকে সালাম দিবেন। কারণ এক মুসলমান যদি অন্যকোনো মুসলমানের সঙ্গে কথা বলে তবে প্রথম কথা শুরু করতে হবে সালামের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

কিন্তু পথে-ঘাটে কোনো অপরিচিত মহিলা যার সঙ্গে আপনার কোনো কথা বলার দরকার নেই তাকে দেখলেই সালাম দেয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন যদি কেউ বোকার মতো (কোনো কথাবার্তার প্রয়োজন নেই অথচ) কোনো মহিলাকে সালাম দেয়, তবে সে মহিলা তার সালামের যেন জবাব না দেয়।

নারীদের ইলম্ শিক্ষা

আল্লাহ যখন রাসূল (সা)-এর প্রতি প্রথম অহী নাযিল করেন তখন একেবারে প্রথম কথাটাই বলেন اِقْرَأْ বা 'পড়ো'। এর থেকে প্রমাণ হলো পড়াটাকেই আল্লাহ সবকিছুর পূর্বেই ফরয করেছেন। আর এ হুকুমটা শুধু পুরুষের জন্য নয়, বরং গোটা মানব জতির জন্যই প্রথম ফরয হলো লেখাপড়া শেখা। আর রাসূল (সা) যখন বলেছেন তখন নারী-পুরুষ উভয়ের নাম উল্লেখ করেই বলেছেন যে—'ইলম্ শিক্ষা করা সকল মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরয।'

অবশ্য কথাটাও ঐ আল্লাহর কথারই ব্যাখ্যা স্বরূপ। তাহলে প্রমাণ হলো ইলম্ শিক্ষা করাটা নারী জাতিকে বাদ দিয়ে বলা হয়নি।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, আমরা গোটা পৃথিবীর মুসলমান যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি সেই সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের মাদরাসায় পড়ার কোনো ব্যবস্থা করেনি।

এ ছাড়াও আমাদের ছোটকালে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার জন্য মাদরাসা এত কম ছিল যে, আমাকে যখন আব্বা-আম্মা আমার ১৩ বছর বয়সে মাদরাসায় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন যশোরে আমাদের জানামতে কোনো মাদরাসা পাওয়া গেল না। সেটা হচ্ছে ১৯৩৫ সালের কথা। তারপরে আমাকে যেতে হলো কলকাতায়। অবশ্য কলকাতায় গিয়ে শুনলাম যে, গোটা যশোরের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রাথমিক মাদরাসা কেবলমাত্র শুরু হচ্ছে। তাহলো মনিরামপুর থানার লাউড়ি মাদরাসা, নড়াইলের মধ্যে মাকড়াইল মাদরাসা আর মোহাম্মদপুর থানায় বড়ুরিয়া মাদরাসা। এই ছিল এখন থেকে ৫৫ বছর পূর্বের অবস্থা।

www.pathagar.com

অবশ্য মাদরাসা কিছু বাড়লেও হাইস্কুলের তুলনায় মাদরাসার সংখ্যা খুবই কম। এবং মেয়েদের তো কোনো মাদরাসা ছিলই না। তবে রাজশাহীর নওগাঁর এক মাওলানা সাহেব (যার পূর্বের বাড়ি বগুড়ায় ছিল) তাঁর দুই মেয়েকে মাদরাসায় পড়ান এবং সম্ভবতঃ তাঁরা দুই বোন-ই বাংলাদেশের প্রথম মহিলা আলেম যার একজন হচ্ছেন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের স্ত্রী ও আরেকজন হচ্ছেন তাঁরই বড় বোন। তাঁদের পূর্বে বাংলাদেশের আর কোনো মহিলা আলেম হয়েছেন কি না তা আমার জানা নেই।

আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন কিছু মহিলা মাদরাসা শুরু হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এই চেতনা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে যে, মহিলাদের জন্যও আলাদা মাদরাসা হওয়া উচিত। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মহিলা আলেম শিক্ষকের অভাবে তা করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। যদি পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো তাহলে অবশ্যই এখন আর মহিলা আলেমের অভাব হতো না।

আমার মতে পুরুষদের চেয়ে মহিলা আলেমের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। কারণ মা যদি আলেম হয় তাঁর সন্তান মাদরাসায় পড়ার সুযোগ পায়। না হলে ছেলেকে আলেম পিতা মাদরাসায় দিতে চাইলেও মা যদি বেঁকে বসে তবে শুধু পিতার ইচ্ছায় বর্তমানকালে একটা ছেলেকে মাদরাসায় পড়ানো খুবই কষ্টকর। শুধু কষ্টকর কেন বলি, আমার মতে একেবারেই তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যদি মা-বাপ দুইজনই একমত না হতে পারে। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন পন্থায় মাদরাসা শিক্ষাকে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করে গেছে। যার ফলে ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইচ্ছা থাকলেও অনেক পিতা তার ছেলেকে মাদরাসায় পড়াতে পারেন না।

আজ তো আল্লাহর ফজলে বহু আলেম বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। তবু সরকারের এক পরিসংখ্যানের হিসাবমতে, শিক্ষিতদের মধ্যে প্রায় ২০ জনের মধ্যে একজন পাওয়া যাবে যিনি ২/১টা শ্রেণী হলেও মাদরাসায় পড়েছেন। আমাদের সমাজে যদি মহিলা আলেমের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি বানাতে পারি তাহলে—

১. তাঁর স্বামীর ইচ্ছা কম হলেও স্ত্রীর প্রবল ইচ্ছা থাকার কারণে তাঁদের ছেলে-মেয়েরা মাদরাসায় পড়ার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

২. আমি নিজে দেখেছি একজন স্কুল ইন্সপেক্টর এক স্কুল ভিজিট করতে গিয়ে সব ছাত্রকে একত্রিত করে বক্তৃতা দেয়ার সময় বলছিলেন—'তোমরা পড়তে এসে চুরিবিদ্যা শিখো না।'

তিনি বললেন—'বাংলাদেশের হাজতখানায় যত অপরাধী আছে তারা সবাই শিক্ষিত এবং তারা কেউই মাদরাসার ছাত্র নয়। তারা সবাই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

অবশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে মাদরাসার ছাত্ররা তাদের সেই সুনাম পুরোপুরি রক্ষা করতে পারছে না এটা সত্যি। তবু যত বেশি মাদরাসায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে তত বেশি সমাজের অপরাধপ্রবণতাও কমবে। বিশেষ করে আলেমা মায়ের কোনো সন্তান চোর-ডাকাত বা হাইজ্যাকার হয়েছে বলে আজ পর্যন্ত আমার কানে কোনো সংবাদ আসেনি। সেহেতু বলবো, মহিলাদের বেশি বেশি করে আলেম বানানো উচিত। তাহলে তাদের ছেলে-মেয়েরাও আলেম হওয়ার সুযোগ পাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অপরাধপ্রবণতাও কমবে। আশা করি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

তাছাড়া মায়েরাই হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষিকা। মায়ের কাছ থেকে যে ধরনের শিক্ষা পাবে ঐ শিক্ষার প্রভাব তার পরবর্তী জীবনের উপর বিস্তার লাভ করবে। এ কারণে আমি বেশকিছু লোকের উপর একটি ছোট-খাট জরিপ চালিয়ে দেখেছি যে, মা ভালো হলে তার ছেলেরা খুব কমই খারাপ পথে যায়। আর যদি পরিবেশের কারণে তারা ২/১ জন খারাপ পথ ধরেও তবু শুধুমাত্র রক্তগত কারণেই অন্যায়কে তারা পছন্দ করতে পারে না।

যার কিছু উদাহরণও দেয়া যায়, যেমন ফিল্মডাইরেক্টর জহির রায়হান একজন আলেমের ছেলে হওয়ার কারণেই যদিও সামাজিক পরিবেশ তাকে ফিল্মডাইরেক্টর বানিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১-এ ভারতে গিয়ে তার সহযোগীরা যেসব অপকর্ম করেছিল সেসব অপকর্ম তার মন সহ্য করতে পারেনি। তারই প্রমাণ স্বরূপ কিছু চলচ্চিত্র এবং ছবি তৈরি করেছিলেন। যার কারণে তাকে সহ্য করতে পারেনি ঐ সময়কার তার সহযোগীরা। তার ইচ্ছা ছিল

www.pathagar.com

ঐসব ছবি দেখাবে বাংলাদেশীদের যে, দেখো তোমাদের নেতাদের কাণ্ড-কারখানা কেমন ছিল। তাই তা দেখানোর পূর্বেই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। জহির রায়হানের এ ছবি তোলার কাজটাও ছিল তার রক্তগত স্বভাবের প্রতিফলন।

মেয়েদের শিক্ষাকালীন পর্দা

১. কোনো পুরুষলোক মেয়েদের শিক্ষক উর্ধ্বে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত থাকতে পারে। তারপর তাদের পড়াতে হবে মহিলা শিক্ষিকাদের নিকট।

২. জীবন যাওয়ার মতো অবস্থায় যেমন মহিলা রোগীরা পুরুষ ডাক্তার দেখাতে পারে তেমনি ইসলামের জীবন রক্ষার্থে প্রয়োজন বোধে বোরকা পরে বৃদ্ধ আলেমদের নিকট তারা পড়তে পারে।

৩. ফিকাহর কিতাব অবশ্যই কোনো পুরুষ আলেমের কাছে মেয়েদের পড়া উচিত নয়। তাই আমার প্রস্তাব, ফিকাহর কিতাবগুলি সব-ই এমনকি হেদায়াও বাংলায় অনুবাদ হওয়া উচিত যেন ফিকাহর কিতাবগুলি বাংলা শিক্ষিত মহিলা শিক্ষিকাও পড়াতে পারে। কারণ যেখানে মহিলাদের হায়েজ-নেফাসের কথা তাহারাতের মাসআলার মধ্যে পড়ানো হয় তখন খাস করে আমার নিজের কথাই বলছি, আমি একজন পুরুষছেলে হয়েও পুরুষ শিক্ষকের নিকট যখন পড়েছি তখন লজ্জায় মাথা নিচু করে হুজুররা যা বলেছেন তা চুপ করে শুনেছি। আর এই অবস্থায় পুরুষের কাছে মেয়েরা কি করে এইসব মাসআলা শিখতে পারে? তা কিছুতেই সম্ভব বলে আমি মনে করতে পারি না। তাই ফিকাহর কিতাব এবং উসুলে ফিকাহর কিতাব সকল দেশেই তাদের মাতৃভাষায় লেখা উচিত।

উক্ত ঔচিত্যবোধ বহুপূর্বেই ইরানীদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল বলে তারা একেবারে নিচের ক্লাসের মাসআলার কিতাবও তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে তাদের মাদরাসায় পড়িয়েছে এবং সেই কিতাব পড়েই তারা আলেম হয়েছে। আর আমরা কি দোষ করেছি যে, আমরা মাসআলার কিতাবগুলি বাংলায় অনুবাদ করে তা পড়ে আলেম-আলেমা হতে পারবো না?

www.pathagar.com

তাই আমি আবারও বলবো, অন্যান্য কিতাব যা আরবীতে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যেমন সাহিত্য, কুরআন, হাদীস, নাহু সরফ, বালাগাত, ফাসাহাত ইত্যাদি কিছু কিতাব ছাড়া অন্যসব কিতাবই বাংলায় অনুবাদ করে তা মাদরাসার পাঠ্য করা উচিত। বিশেষ করে উসুল ও ফিকাহ্ অবশ্যই বাংলায় অনুবাদ হওয়া উচিত। না হলে বিশেষকরে মহিলা মাদরাসায় মহিলাদের উসুল ফিকাহ শিক্ষা দেয়া কোনো পুরুষের পক্ষেই (একমাত্র স্বামী ছাড়া) সম্ভব নয়।

অতএব মহিলাদের যেমন ইলম্ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে তেমনি তার উপযোগী ব্যবস্থাপনাও সৃষ্টি করে দিতে হবে যেন তারা আলেমা হওয়ার সুযোগ পায়।

রান্না ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

মহিলা মাদরাসায় রান্না-বান্নার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া একান্তই ফরয। তাদেরকে কমপক্ষে প্রাথমিক ডাক্তারের কাজ শিক্ষা না দিলে তাদের হাতেই তাদের বহু শিশুসন্তান নষ্ট হয়ে যাবে বা যাচ্ছে–যা আমরা স্বচক্ষে দেখছি। অশিক্ষিতা মায়েদের নিজেদের হাতে কত শিশু যে জীবন হারায় এবং শেষ পর্যন্ত জিন, বদনজর, প্যাচপ্যাচির দোষ ইত্যাদি দিয়ে কোনো প্রকারে মনকে বুঝ দেয়।

মহিলা মাদরাসায় একজন মহিলা ডাক্তারকে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন একটা ক্লাস দেয়া উচিত। যিনি স্বাস্থ্যরক্ষা তথা কোনো খাদ্য কি পরিমাণ খেলে তার পরিবারের লোকসহ তার সন্তান-সন্ততি সুস্থ থাকতে পারবে তা অবশ্যই শিক্ষা দেয়া উচিত। তরকারি কিভাবে কুটে রান্না করলে তার থেকে ভিটামিন বি-টা বেরিয়ে যাবে না, এসবও অবশ্যই মহিলাদের জন্য কম্পোলসারী সাবজেক্টের মধ্যে থাকা এবং ফাইনাল পরীক্ষায় কমপক্ষে মহিলাদের এর ওপর পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত যেন সত্যিকার অর্থে সমাজটা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

লিখতে এবং পড়তে পারার নামই 'শিক্ষা' নয়। শিক্ষা হচ্ছে ঈমান রক্ষা করে নিজের ও সমাজের প্রয়োজনে অজানাকে জানা। তাহলে দেখা

www.pathagar.com

দরকার বাঁচতে হলে প্রথমেই আমাদের খেয়েই বাঁচতে হবে, তাই কোন খাওয়া কিভাবে খেলে বাঁচবো এবং কিসে আমি সুস্থ থাকতে পারবো তা-ও যদি অজানা থেকে যায় তাহলে নিজের প্রয়োজনে অজানাকে জানা হয় না। তাই সেই শিক্ষাকেও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বলা যায় না। তেমনি ঈমানসহ নিজে বাঁচা ও পরিবারকে বাঁচানোর জন্য কুরআন-হাদীসের যে বিদ্যা প্রয়োজন তা-ও যদি না জানা হয় তবে সেটার নাম কখনো 'শিক্ষা' হতে পারে না।

এরপরও একটা কথা বাকি থেকে যায় তা হচ্ছে পুরুষ যেন পুরুষের কর্মক্ষেত্রে ঈমানসহ দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারে এমন শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থায় থাকা দরকার। আর মহিলারা যেন ঈমানসহ তাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এটা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা উচিত।

সন্তান লালন-পালন

সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব মহিলাদেরই। কাজেই সন্তানকে কোন বয়সে কী খাদ্য কী পরিমাণ খাওয়াতে হবে এবং তা তৈরি করতে হবে কোন পদ্ধতিতে তা পুরুষদের জানার চেয়ে মেয়েদের জানার দরকার অনেকগুণ বেশি। তাই মেয়েরা যে শিক্ষাব্যবস্থার অধীনেই পড়ুক না কেন, এসব তাদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। বিশেষকরে মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে এ ব্যবস্থা রাখা আমি ফরয মনে করি। কারণ আল্লাহ যে ইলম্ শিক্ষা করা ফরয করেছেন সেই ফরযের বাইরে এটা নয়।

আমার সর্বশেষ কথা, মহিলাদের পর্দায় থাকা, প্রয়োজনীয় ইলম্ শিক্ষা করা এবং নিজ পরিবারের প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান লাভ করা এর কোনোটার চেয়ে কোনোটাকে আমি কম মনে করতে পারি না। সুতরাং মহিলা মা-বোনেরা এসব গুরুত্বসহকারে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং পরকালে শাস্তি পাওয়ার পথকে বাদ দিয়ে বেহেশতে যাওয়ার পথকে পরিষ্কার করবেন–এই আশা নিয়েই আমার কথাকে এখানেই শেষ করছি।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ। ❐

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫